৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৭ শ্রাবণ – ২ ভাদ্র, ১৪২৯ ঃ ১৩ আগস্ট – ১৯ আগস্ট, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 42, 13 August - 19 August, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শিক্ষায় নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৪ দিনের ইডি হেফাজতে থাকার পর আবেদন করেছিলেন জামিনের। সেই আবেদন খারিজ করে বিশেষ আদালতের বিচারক পার্থকে ১১ দিনের জন্য জেল হেফাজতে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে জেল হেফাজত হয়েছে অর্পিতারও।

রবিবার : ভারতের ১৪তম উপরাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হলেন এনডিএ

প্রার্থী তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। পূর্বতন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু যত ভোট পেয়েছিলেন তার থেকেও বেশি পেয়ে হারিয়েছেন বিরোধী প্রার্থী মার্গারেট আলভাকে। রাজস্থানের কৃষক পরিবারের সন্তানের এই পদোন্নতি ভারতীয় গণতন্ত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সোমবার : উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি থেকে শুরু করে পার্থচট্টোপাধ্যায়কে

পিএইচডি ডিগ্রি দেওয়ায় অনিয়মের অভিযোগ রোজই কোনও না কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের আন্দোলন চলছেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক অশান্তিতে জেরবার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও পড়াশুনো লাটে উঠেছে।

মঙ্গলবার : ২০১৭ সালে কভু হওয়া ১৯ জন নেতামন্ত্রীর আয়ের

সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির মামলায় ইডিকে যুক্ত করার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। এই মামলার তদন্তও শেষ পর্যন্ত ইডি-র হাতে যাচ্ছে ধরে নিয়ে মহা শোরগোল শুরু হয়েছে বাংলার রাজনীতিতে।

বুধবার : বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিলেন

নীতীশ কুমার। এবার লালু প্রসাদের আর জেডির সঙ্গে জোট করে ফের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন নীতীশ। সঙ্গে রয়েছে কংগ্রেস ও বামেরা। বিজেপি শপথ গ্রহণের দিনকে পালন করতে চলেছে বিশ্বাসঘাতকতা দিবস হিসাবে।

বৃহস্পতিবার : এসএসসি দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর

সন্ধ্যায় প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহা ও কমিটির সদস্য অশোক সাহাকে গ্রেফতার করল সিবিআই। রাজ্যের স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় এই প্রথম কাউকে গ্রেফতার করল সিবিআই। দুজনেরই আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির হদিশ পাওয়া গিয়েছে।

শুক্রবার : বারবার নানা ছুতোয় হাজিরা এড়ালেও দশম ডাকের পর

আর অপেক্ষা না করে বীরভূমের বাড়িতে গিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতার করল সিবিআই। ১০ দিনের সিবিআই হেফাজত হয়েছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডলের।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বিষাদের গ্রাসে বাংলা

ওঙ্কার মিত্র

কথা ছিল সোনার বাংলা গড়ার, গড়ে উঠল অপরাধের বাংলা। এ যেন সেই ভগবান গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ার গল্প। আর এমন দুর্নীতি, পাচার, সন্ত্রাসের বাংলা গড়ার যারা কারিগর তারা বোঝাতে চাইছেন, এসব অপপ্রচার, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। আর যখন হাতে নাতে প্রমাণ মিলছে তখন বলছেন ওসব ব্যক্তিগত অপরাধ, এসবের সঙ্গে দলের বা সরকারের কোনো যোগ নেই। রত্নাকর দস্যুর পরিবারের মতো যারা সাফল্যের, উপার্জনের ভাগীদার তারাই এখন সরে দাঁড়াচ্ছে পার্থ-অনুব্রতের পাশ থেকে। এই কদিন আগেই যারা ছিলেন সরকারের শাসক দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাদেরই এখন কেটে ছেঁটে বাদ দেওয়া হচ্ছে অবলীলায়। ইতিহাস বলে এমনই হয়। একেই বলে নিষ্ঠুর ইতিহাস। এসব দেখে স্বতস্ফূর্ততায় জুতো, কটুক্তি ছুটে আসছে আশাহত বিরক্ত রাজ্যবাসীর দিক থেকে।

সত্যি কথা বলতে কি বাঙালি আজ বিষাদগ্রস্ত, বিরক্ত। তাদের এখন আসন্ন উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়ার সময়। বছরভর অপেক্ষার পর উপার্জনের আশায় বুক বাঁধছে বাঙালি। সামনে শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো যা বিশ্ব হেরিটেজের সম্মানে ভূষিত হয়েছে। পাল্লা দিয়ে নীল আকাশে ভাসছে তুলোর মতো মেঘ, শিউলির ডাল ভরছে কুঁড়িতে, ঘাসের আগায় লাগতে শুরু করেছে শিশিরের রেখা, কাশের বন কেমন সাদা হয়ে আসছে ক্রমশ। বাঙালির আন্তর্জাতিক হওয়ার দিন আগত প্রায়। তার প্রাক্কালে রাজ্য কাঁপাচ্ছে সিবিআই, ইডি, সিআইডি। সংবাদ মাধ্যম হয়ে উঠেছে অপরাধী কার্যক্রমের ধারাবিবরণী কেন্দ্র। এ কোন বাংলা! বামফ্রন্টকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করে এই বাংলাকেই কি উপহার দেবেন বলেছিলেন মমতা ব্যানার্জী। আজ তিনিও বাক রুদ্ধ হয়ে গিয়েছেন। আর তিনটে দিন পরে স্বাধীনতার ৭৫ বছর শেষ করবে ভারত। সামনে আসবে সেইসব সর্বস্ব ত্যাগী দেশভক্ত বিপ্লবীদের ছবি। তাদের গলায় মালা দিয়ে, ফুল ছড়িয়ে কি জবাব দেবে বাঙালি!

হয়ত আরও একটা পরিবর্তন আসবে নিশ্চই। ক্ষমতা দখল করবে চেনা বা অচেনা কোনো শক্তি। কিন্তু তারাও কি পারবে বাঙালির হাতে সেই বাংলা তুলে দিতে যেখানে বাঙালি বাঁচবে তার মেধার জোরে, সংস্কৃতির জোরে। যে বাংলা শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্পে, কৃষিতে, খেলাধুলায় ভারতকে পথ দেখাবে। এ নিয়েও বাঙালির মনে সংশয়ের শেষ নেই। কারণ তেমন কোনো নেতা-নেত্রী আজ বাংলায় বিরল। কোনো দলেই তাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যারা দলমতের উর্ধ্বে উঠে চোখে চোখ রেখে বুক ঠুকে সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলতে দ্বিধা বোধ করবে না। তল্পিবাহকদের ভিড়ে এমন নেতা-নেত্রীকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে বাঙালি।

বজবজে আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বজবজ ২ নম্বর ব্লকে এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল প্রকল্প বাম আমলে তৈরি হয়। কিন্তু অবৈজ্ঞানিক ভাবে জলের সংযোগ দেবার ফলে, কিছুদিনের মধ্যেই উৎপাদন ও চাহিদার সঙ্গে সংঘাত লাগে। ব্লকের মানুষজনই ভালো ভাবে পানীয় জল পাচ্ছিলেন না। জলের গুনগত মান নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। বহু জায়গায় জলের পাইপ ফেটে যায়। মোট পানীয় জলের সমস্যায় জেরবার ছিল বজবজ-১, বজবজ-২, বিষ্ণুপুর ১ এবং ২ নম্বর ব্লক সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। ডাঃ হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি পানীয় জলের সমস্যা মেটাবেনও। তাঁরই তৎপরতায় জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতর ৫৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। গত ১০ আগস্ট বজবজের ডোঙাড়িয়াতে নতুন আর্সেনিক মুক্ত পানয়ী জলপ্রকল্প 'প্রাপ্তি'র সূচনা করেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী। এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দিলীপ মণ্ডল, সভাধিপতি সামিমা সেখ, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা প্রমুখ।

এরপর পাঁচের পাতায়

ক্যানিংয়ে বেহাল কাঠের সাঁকো

সুভাষ চন্দ্র দাশ

যাতায়াতের একমাত্র কাঠের সেতুর অবস্থা সংকটজনক। ছোট-বড় দুর্ঘটনা প্রায়ই লেগেই রয়েছে। যেকোনও মুহূর্তে কাঠের সাঁকোটি খালে জলে ভেঙে পড়ে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে হতে ঘটতে পারে অসংখ্য প্রাণহানির ঘটনা। আর সেই আশঙ্কার কারণে জরাজীর্ণ কাঠের সাঁকোর পরিবর্তে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কংক্রিটের সেতু তৈরির দাবি তুললেন গ্রামবাসীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত সেচ দফতরের এক খাল রয়েছে। খালটি ক্যানিংয়ের ডাবু পর্যটন কেন্দ্র থেকে বারুইপুরের উত্তর ভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্য সেচ দফতরের ওই খালের উপর বেশ কয়েকটি পাকা সেতু রয়েছে। তেমনই ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ অঙ্গদবেড়িয়া ও তার বিপরীতে রয়েছে উত্তর অঙ্গদবেড়িয়া গ্রাম। মাঝে সেচ দফতরের খাল। সেই খালের উপর বিগত প্রায় ত্রিশ বছর আগে একটি কংক্রিটের সেতু তৈরি হয়েছিল। বিগত প্রায় ১০ বছর আগে সেতুটি ভেঙে পড়ে। সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য ভগ্ন সেতুর পাশেই একটি কাঠের সাঁকো তৈরি করা হয়েছিল সেচ দফতরের উদ্যোগে। বর্তমানে সেই কাঠের সাঁকোটির অবস্থাও অত্যন্ত বেহাল। ওই সাঁকো দিয়ে স্থানীয় ট্যাংরাখালি বঙ্কিম সরদার কলেজ, ট্যাংরাখালি আইটিআই কলেজ, ট্যাংরাখালি পরশুরাম-যামিনীপ্রাণ উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল সহ এলাকার প্রায় ১০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী সহ নিকারীঘাটা, দাঁড়িয়া, হাটপুকুরিয়া পঞ্চায়েতের সুন্দিপুকুরিয়া, মৌখালি, গোবরামারী, হাতামারী, রামামারি, নারিকেলতলা, পাঙ্গাশখালি এলাকার হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন নিত্যদিন। এমনকি তালদি স্টেশন থেকে ট্রেন ধরতে যাওয়ার জন্যও নিত্যযাত্রীরা ওই ভগ্নসেতু দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার হয়ে থাকেন। এছাড়াও এলাকার মানুষের বিপদে আপদে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসতে হয়। এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসতে হয় ওই ভগ্ন সেতু দিয়েই। এলাকার বাসিন্দা খোকন হালদার, পম্পা দেবনাথ, নওসেদ নস্কর, অর্পিতা সরদারদের দাবি, আমাদের একমাত্র যাতায়াতের পথ এই কাঁঠের সাঁকো। তা নাহলে প্রায় ১০ কিলোমিটার ঘুরপথে ক্যানিং ষ্টেশন, মহকুমা হাসপাতাল কিংবা তালদি পৌঁছতে হবে। বাধ্য হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভাঙা কাঠের সাঁকো দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। সরকারের কাছে আমাদের দাবি, হাজার হাজার স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের কথা ভেবে খালের উপর একটি কংক্রিটের ব্রিজ তৈরি করা হোক। তাহলে আর সমস্যা থাকবে না।'

অন্যদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেচ দফতরের এক আধিকারিকের কথায় কেন্দ্র সরকার বিভিন্ন ফান্ডের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর এমন একটি কংক্রিটের সেতু তৈরিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কেন্দ্র সরকার ঠিকঠাক বরাদ্দ করলে আগামীতে সেতু তৈরি করা সম্ভব।

অন্যদিকে এলাকার মানুষজন চাতকের মতো অপেক্ষায় রয়েছেন কবে তাঁদের যাতায়াতের সমস্যার সমাধান হয়।

চব্বিশের ট্র্যাকে দাঁড়ানো চারমূর্তির অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনীতির পাশা খেলায় শেষ চারটি চাল ভারতের রাজনীতির ছবিটাই বদলে দিল অনেকটা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিজেপির এনডিএ জোটকে পর্যুদস্ত করতে প্রথম চালটা দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী লড়াকু নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের দলের যশবন্ত সিনহাকে সর্বসম্মত বিরোধী পার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন জাতীয় রাজনীতির খেলায় তিনি কিছু কম যান নি। কিন্তু বিজেপির পাল্টা চালে অন্য বিরোধীরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেও কুপোকাৎ হয়ে গেলেন সেই মমতা ব্যানার্জীই। নাড্ডা শাহরা দ্রৌপদী মুর্মুর ঘুটি দিয়ে খেয়ে নিয়েছেন যশবন্ত ঘুটিকে।

এরপর এল নতুন চাল ন্যাশানাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ। যে রাহুল রাজনীতিতে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিলেন তিনি পথে নেমে ফের বেশ খানিকটা আলো কেড়ে নিলেন নিজের দিকে। তিনি গ্রেপ্তার হয়ে গারদে কয়েক ঘন্টা কাটালেন বটে তবে ফিরে আসতে সক্ষম হলেন জাতীয় রাজনীতির উঠোনে। সেই উঠোনে ভিড় বাড়াতে নেমে পড়েছেন প্রিয়াঙ্কাও। ভাবছেন ন্যাশানাল হেরাল্ড ঘুটি দিয়ে সোরগোল তুলে যদি কিছুটা সরানো যায় বিজেপির ঘুটি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর এক রাজনৈতিক দৌত্য দেখাবার চেষ্টা করলেন নীতি আয়োগ বৈঠকের চালে। এই বৈঠকে সকল মুখ্যমন্ত্রীকে যোগদানের আহ্বানে বোঝাতে চাইলেন যে যাই বলুক ফেডারেল স্ট্রাকচারে তাঁর বিশ্বাস অটুট। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিন তীব্র বিরোধীতা করার পর এবার এই বৈঠককে কাজে লাগালেন নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ নিতে। রথ দেখা আর একসাথে কলা বেচার চেষ্টায় মমতা সেটিং বিতর্ক তুলে আনলেও দৃঢ়তা দেখালেন দিল্লি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। নীতি আয়োগের বৈঠকে না গিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন তিনি। অরবিন্দ অবশ্য ইতিমধ্যে বিকল্প রাজনীতির সম্ভাবনার একটা বৃত্ত তৈরি করতে শুরু করেছেন নানা রাজ্যে পদার্পণ করে। এই বৃত্ত কতটা সম্পূর্ণতা পাবে তা বলবে আগামী ভবিষ্যত।

শেষ চালটি দিলেন নীতিশ কুমার। বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করে লালুপ্রসাদের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে বুঝিয়ে দিলেন রাজনৈতিক পাশা খেলায় তিনি কম দক্ষ নন। এমনকি বড় বড় খেলোয়াড় মোদী-শাহ-নড্ডারাও তাঁর চালের হদিশ পেতে ব্যর্থ। তিনি যে আসলে বিজেপিকে টক্কর দিতেই বিরোধী শিবিরে নাম লিখিয়েছেন তা স্পষ্ট।

আসলে ২০২৪-এ বিজেপি বিরোধী প্রার্থী হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সির জন্য যারা লড়াই করবেন বলে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে হঠাৎই চলে এসেছেন নীতিশ। তিনি দেখেছেন এখনও এই আসনের যারা দাবিদার তারা নিজেরাই নড়বড় করছেন। অর্থাৎ বিরোধীদের সর্বসম্মত প্রার্থী হিসাবে নিজেকে দাঁড় করানো গেলে একটা সুযোগ আসতেই পারে। এই বর্তমান রাজনৈতিক দৃশ্যপটে উঠে এসেছে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী, আম আদমি পার্টির বস এবং দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং জনতা দলের (ইউনাইটেড) চেয়ারপারসন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার। এরা এখন ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ের ট্র্যাকে চারটি লেনে শেষ মুহূর্তের ওয়ার্মআপ করছেন। সত্যি যদি এদের মধ্যে কেউ সফল হয়ে ওঠেন তাদের ট্র্যাক রেকর্ডের দিকে একবার এখনই চোখ বুলিয়ে রাখা দরকার।

নীতিশ কুমারের শক্তি

১) এমন একটি প্রধান রাজ্যের প্রতিনিধি যা হিন্দি কেন্দ্রভূমির অংশ।

২) দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, বিহারে দায়িত্ব নেওয়ার আগে অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের মন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছেন।

৩) একজন ওবিসি নেতা।

৪) নারীর ক্ষমতায়নের একটি শক্তিশালী উত্তরাধিকার রয়েছে।

৫) গুরুতর দুর্নীতির দাগ ছাড়াই একটি মিস্টার ক্লিন ইমেজ রয়েছে।

৬) একজন মণ্ডল যুগের নেতা যিনি পারিবারিক রাননীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত।

নীতিশ কুমারের দুর্বলতা

১) বিহারে জোটের অংশীদারদের মধ্যে বার বার স্থান পরিবর্তন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য মিত্রদের মধ্যে আস্থার ঘাটতি তৈরি করতে পারে।

২) সীমিত প্যান-ইন্ডিয়া আবেদন রয়েছে।

৩) ঘন ঘন জোটের অংশীদারদের পরিবর্তন করে বেঁচে থাকার জন্য তাঁকে রাজনৈতিক বিশ্বাসের সাথে আপস করতে দেখা যায়।

৪) একটি পরিষ্কার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে এখনও পারেন নি।

৫) বিস্তৃত যুব সংযোগের অভাব।

মমতার শক্তি

১) এই মুহূর্তে ভারতের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

২) এমন একটি রাজ্যে শক্তি শালী আধিপত্য উপভোগ করেন যা লোকসভায় ৪২ জন সাংসদকে পাঠায়।

৩) দরিদ্র সমর্থক গণনেতার ইমেজ তৈরিতে সফল।

৪) রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মনোভাব।

মমতা ব্যানার্জীর দুর্বলতা

১) হিন্দি বা ইংরেজিতে সীমিত শব্দভাণ্ডার।

২) এমন একজন নেতা হিসাবে দেখা যায় যার শিকড় শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে।

৩) তাঁর তৃণমূল কংগ্রেস বড় দুর্নীতির অভিযোগের মুখোমুখি।

৪) পারিবারিক রাজনীতির প্রচারের জন্য অভিযুক্ত।

৫) নির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন রাজনৈতিক মতবাদের অভাব।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের শক্তি

১) একটি স্টার্ট-আপ পার্টির নেতৃত্বে একজন নেতার তারুণ্যের শক্তি প্রদর্শন।

২) মধ্যবিত্ত এবং শহুরে যুবকদের সাথে একটি দৃঢ় সংযোগ।

৩) হিন্দি এবং ইংরেজি উভয়ের উপর আধিপত্য নিয়ে দ্বিভাষিক হওয়ার গর্ব।

৪) দুর্নীতিবিরোধী চিত্র তৈরিতে সক্ষম।

৫) একটি কার্যকর যোগাযোগকারী হিসাবে প্রমাণিত।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দুর্বলতা

১) আম আদমি পার্টির সংগঠনটি দেশের কয়েকটি পকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

২) এক ব্যক্তি শো হওয়ার প্রবণতা।

৩) বিরোধীদের রাজনৈতিক স্পেকট্রাম জুড়ে খুব কম বন্ধু রয়েছে।

৪) 'ধর্মনিরপেক্ষ' হওয়ার তাঁর চিত্র সাম্প্রতিক সময়ে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে।

রাহুল গান্ধীর শক্তি

১) বৃহত্তম বিরোধী দলের নেতা।

২) কংগ্রেস এবং গান্ধীরা এখনও একটি প্যান-ইন্ডিয়া ব্র্যান্ড হওয়ার দাবি করতে পারে।

৩) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরোধী হিসাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে।

৪) একটি বিকল্প বাম কেন্দ্রের প্রস্তাব দিতে পারা প্ল্যাটফর্ম।

রাহুল গান্ধীর দুর্বলতা

১) পারিবারিক রাজনীতির ট্যাগ নিয়ে ভুগছেন।

২) তাঁর কংগ্রেস দল একের পর এক লড়াইয়ে বিজেপির কাছে পর্যুদস্ত।

৩) পারফরম্যান্সের প্রমাণিত রেকর্ড নেই, কোনও বড় শাসনের দায়িত্ব নেওয়া হয়নি।

৪) মাঝে মাঝে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সর্বক্ষণের রাজনীতিবিদের ইমেজ নেই।

জনরোষে কুপোকাৎ কুকথার 'কেষ্ট'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! যে অনুব্রত মণ্ডল বা কেষ্টর দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত, সেই কেষ্ট সিবিআইয়ের ভয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ঠাকুরঘরে লুকিয়ে আছে। বীরভূমের 'ডন' বেতাজ বাদশা কেষ্টকে যখন সিবিআই আসানসোল নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দুপাশে জনগন চিৎকার করছে 'চোর চোর গরু চোর'। আসানসোল আদালত চত্বরে জুতো হাতে মহিলারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। স্বপ্নেও এ দৃশ্য দেখেনি কেষ্ট। মহা সংকট থেকে বাঁচতে আগামী সোমবার অনুব্রত মণ্ডল মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের আয়োজন করেছিল। বাঁধা হয়েছিল প্যান্ডেল। কিন্তু যে যজ্ঞের আগুন জ্বলার আগেই গরু পাচারের অভিযোগ অনুব্রত আপাতত ১০ দিনের সিবিআই হেফাজতে। এখন বোলপুরের অনুব্রত মণ্ডলের জমজমাট বাসভবনে শ্মশানের নীরবতা। কাকতালীয় ভাবে বৃহস্পতিবার দেখা যায় একটা হৃষ্টপুষ্ট গরু কেষ্টর বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকছে। ২০০৯ সালে অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূম জেলার তৃণমূলের সভাপতি করা হয়। তারপর থেকেই জেলায় ভয়ঙ্কর

খেলা শুরু হয় কেষ্টর। লাল দূর্গকে তিনি পেশীশক্তির আস্ফালনে সবুজে পরিণত করেন। মমতা ব্যানার্জীর আশীর্বাদের হাত সব সময় ছিল কেষ্টর মাথায়। যাকে সম্বল করে বীরভূমে প্যারালাল প্রশাসন চালাতেন অনুব্রত মণ্ডল। অষ্টম শ্রেণি পাশ করা কেষ্ট সবজি-মাছ বিক্রেতার কাজ করেছেন। কিন্তু তৃণমূলের সৌজন্যে খুব শীঘ্রই ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসেন কেষ্ট। হাস্যরসিকতা ব্যাঙ্গাত্মক বাক্যবাণের নেপথ্যে থাকত হাড়হিম করা সন্ত্রাসের চিত্রনাট্য। 'পুলিশকে বোম মারুন', যদি কোনো নির্দল প্রার্থী হুমকি দেন, তাহলে তার বাড়িটি ভেঙে জ্বলিয়ে দিন। শান্তিতে থাকতে হলে বিরোধীদের বিষ দিয়ে মারুন', 'চড়াম চড়াম ঢাক বাজবে, বুথে বুথে থাকবে গুড় বাতাসা', রাস্তায় বেরোলে দেখবেন গলির মোড়ে উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, 'শুঁটিয়ে লাল করে দেব', 'ভয়ঙ্কর খেলা হবে'- এই সব উক্তি এখন অনেকের মুখস্ত।

কিন্তু কেষ্ট গ্রেপ্তার হতেই তারই বাক্যবাণ বুমেরাং হয়ে তার দিকেই ফিরে যাচ্ছে। বিরোধীরা ফিরিয়ে দিচ্ছে নকুল দানা-গুড় বাতাসা-চড়াম চড়াম। জানিনা আরও কত ভয়ঙ্কর খেলা হবে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কেষ্টর মুখে এখন কুলুপ চোখে জল। দলও খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না। এখন বড় একা 'কেষ্ট'। সামনে কি বিপদ অপেক্ষা করছে- তাঁরই চিন্তায় সামনে কি বিপদ অপেক্ষা করছে তারই চিন্তায় মগ্ন অনুব্রত। তবে বীরভূমে একটা উৎসবের মেজাজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে সাধারণ মানুষের চোখে মুখে। বাংলার প্রাচীন প্রবাদ 'বেশি বাড় বেড়ে না ঝড়ে ভেঙে যাবে'। আরও একবার সত্য প্রমাণিত হল।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 42, 13 August - 19 August, 2022

নিফটির উইশ ২৩–এর আগেই পঁচিশ

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

২০২৩– র পদধ্বনি শোনার মুহূর্তে একটু এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে আগামী ২–৩ বছরের প্রেক্ষাপটে। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী ২০২৪–২৫–র মধ্যে ভারতের শেয়ার বাজার পৌঁছে যেতে পারে তার সাম্প্রতিক কালের সর্বোচ্চতম অবস্থানে। হতে পারে এই উত্থানের রেশ আরও দীর্ঘায়িত হল। এক্ষেত্রে এশিয়ার অন্যতম দেশ জাপান আমাদের সামনে বড় উদাহরণ। উল্লেখ্য, উদিত সূর্যের দেশ জাপানে শেয়ার বাজারের উন্নয়ন পর্ব অব্যাহত ছিল এক যুগ ছাপিয়ে প্রায় ২০ বছরের মতো। রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালার মতো বিশিষ্ট শেয়ার বিশেষদরা ভারতীয় নিফটির সর্বোচ্চ গ্রাফ বেঁধে দিয়েছেন ৩০ হাজারের অবস্থানে। সঙ্গতভাবেই সেনসেক্স হয়ে উঠবে একলাখি।

এর পাশাপাশি নিচের জায়গাটাও খুব পরিস্কার। ১২–১৪ হাজার–এর কাছেই ভারতীয় নিফটি বটমআউট করেছে বলে

মনে করছে একদল বিশেষজ্ঞ। এর সঙ্গে বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকলে এই উন্নয়নের ধারা চালু থাকবে। যদি মাঝখানে অবশ্য কোনও বড়সড়ো খারাপ ঘটনা অর্থ বাজারের পক্ষে নেতিবাচক বার্তা নিয়ে আসে তবেই বাজার ফের নিচের দিকে ধাবিত হতে পারে। সেই সম্ভাবনা আপাতত সব দিক থেকে অনেক কম। বিশেষ করে ভারতের অর্থনীতি যে প্রবাহে এগোচ্ছে তাতে এর থমকে যাওয়ার সম্ভাবনা আপাত দৃষ্টিতে কম।

এই মুহূর্তে ভারতীয় শেয়ার মার্কেট ঘুরে দাঁড়ানোর দৌড়ে সামিল হয়েছে। সেই হিসেবে ভারতীয় বাজারের উত্থানের শুরুটা হয়েছিল গত ৩–৪ বছর আগে থেকেই। যখন ভারতের নিফটি ৯২০০–র কাছাকাছি ছিল তখন সেই যাত্রা সম্ভবত শুরু হয়। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। নিফটিও এই তিন–চার বছরের মধ্যে প্রায় ৯ হাজার পয়েন্ট বেড়ে সাড়ে ১৮ হাজার ছুঁয়ে ফেলেছিল প্রায়। মাঝে খানিকটা শ্লথ হয়ে যায় তার চলাফেরা। নিফটি ৯–১০ হাজারি অবস্থান থেকে একটানা যে বেড়েছে তা নয়, তবে উত্থানের কক্ষপথ এই সময় থেকেই মূলত শাণিত হতে থাকে। যত সময় এগিয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। প্রথমদিকে বিজয় চাকা ১৪–১৫ হাজারকে কে চ্যালেঞ্জ করেছে। যদিও তার আগে ১২ হাজারের ঘরটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৬–র এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে নিফটির রথ থমকে দাঁড়ানোর সময় তার অবস্থান ছিল সেই ১০ হাজারের ওপরে। সেখান থেকে পড়তে পড়তে নিফটি গিয়ে দাঁড়ায় ৮ হাজারের নিম্নতলে। দুদিনের জন্য ৮ হাজার ভাঙতেও দেখা গিয়েছিল তাকে। এই মুহূর্তে নিফটি অবশ্য সেই ৮ হাজারি গাঁটকে অনেকটাই ঠেলে ১৭ হাজারের মগডালে বিরাজ করছে।

নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি দিল্লির গদিতে বসার পর থেকেই শেয়ার বাজারের এই চাঙ্গা মনোভাব ক্রমশ ঊর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছিল। এল–নিনোর প্রকোপ নিয়ে চিন্তান্বিত আবহাওয়াবিদরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বর্ষা নাকি কম হবে, বৃষ্টিপাত ব্যাহত হবে সারা দেশ জুড়ে। মৌসুমী বায়ুর এই সর্বনাশের গল্প শুনে স্বাভাবিক ভাবেই কৃষিনির্ভর ভারতে শেয়ার বাজারও ভীত হয়েছিল। বিশ্ব অর্থনীতির কু–প্রভাবের যে গল্প গ্রিস থেকে আমদানি হয়েছিল তাও মোটামুটি কেটে গিয়েছিল। গ্রিস যেমন নিজেদের নমনীয় করতে বাধ্য হয়েছে তেমনই ইউরোপও তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে জটিল অরাজক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। এর মধ্যে আবার বর্ষার অচলাবস্থা কাটার খবর দুয়ে দুয়ে চার করেছে।

চিনের অর্থনীতির খারাপ পরিস্থিতি বা সেদেশের শেয়ার বাজারের পতন সাময়িকভাবে ভারতকে ভাবালেও পরে তাই এদেশের অনুকূলে চলে এসেছে। আসলে চিনের শেয়ার বাজারে একসঙ্গে একাধিক আইপিও বা ইনিশিয়াল পাবলিক অফার হিসাবে বেশ কতগুলি নতুন শেয়ার আত্মপ্রকাশ করতে চলেছিল। অর্থনৈতিক জগতের খবর অনুযায়ী ভারত সহ বিদেশের বেশ কিছু বাজার থেকে ব্যাপক অর্থ তুলে নিয়ে তা এই আইপিওতে ঢালে বিদেশি লগ্নিকারীরা। এটা নজরে রাখা প্রয়োজন যেই সেই সব আইপিও চিনের বাজারে লিস্টেড হয় বা আত্মপ্রকাশ করে সে দেশে পতনের দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। সাদা বাংলায় বলতে গেলে, আগে ছিল 'সেল ইন্ডিয়া বাই চায়না'। আর এখন সেটাই ধ্বনিত হচ্ছে 'সেল চায়না বাই ইন্ডিয়া'তে।

উত্তরের আঙিনায়
তলিয়ে গেলেন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে তোর্ষায় তলিয়ে গেলেন এক গৃহবধূ। সোমবার গৃহবধূর সন্ধানে তোর্ষা নদীতে বোট নামিয়ে তল্লাশি চালায় সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা। ঘটনাটি কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া রণবাহাদুর বস্তির।

গতকাল বিকেলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে তোর্ষার পারে গিয়েছিল সবিতা গুরুং নামের এক গৃহবধূ। তোর্ষার জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় সে তলিয়ে যায় জলে। এরপরেই শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। সবিতা গুরুং এর বাড়িতে স্বামী ও কন্যা সন্তান রয়েছে। সোমবার

সকাল থেকে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা তল্লাশি চালাচ্ছে। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেটা নিয়েও তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। এদিকে মাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সবিতা গুরুঙ্গ এর ছোট ছেলেকে দেখাশোনার ভার নিয়েছেন তার প্রতিবেশীরা। তাকে খুঁজতে নদীতে নেমে পড়েছেন স্থানীয় মানুষেরাও। কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল সেটা তদন্তের দাবি জানিয়েছে তারা। এদিকে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনার জন্য ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষও।

রাখি বন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে পালিত হচ্ছে রাখি বন্ধন উৎসব। আজ শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হল শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে। আজ এয়ারভিউ মোড়ে শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা এবং কর্মীরা পথ চলতি মানুষ এবং রিক্সাওয়ালাদের হাতে পড়িয়ে দিলেন রাখি। আজ শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকা জুড়ে মেট্রোপলিটন পুলিশের মহিলা সদস্যরা রাখি পড়িয়ে দেন একেবারেই সাধারন মানুষের হাতে। শিলিগুড়ি

মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা জানান আমাদের লক্ষ ছিল রাখির মাধ্যমে গোটা শিলিগুড়িকে এক করা। আমরা কিছুটা হলেও সফল হয়েছি হয়ত। এদিন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের তরফ থেকে রাখি পড়িয়ে মিষ্টি খাওয়ানো হয়। প্রায় দেড় হাজার মানুষের হাতে রাখি পড়িয়ে দেওয়া হয়।

কচিকাঁচাদের রাখি পরালেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কচিকাঁচাদের সঙ্গে রাখি বন্ধন উৎসবে মেতে উঠলেন শিলিগুড়ির মেয়র। শিলিগুড়ির ব্রাইট আকাদেমির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গৌতম দেবের বাড়িতে পৌঁছে যান এবং তাঁকে রাখি পূর্ণিমার শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানায়। এদিন গৌতম দেব জানান, আমাদের যত উৎসব আছে রাখি পূর্ণিমা তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। তাই এই পবিত্র দিনে আমাদের নানা পরিকল্পনা আছে। কোভিডের পরে আমাদের মূল লক্ষ্য যতটা পারা

যায় সতর্কতা অবলম্বন করে এই পূর্ণিমার উৎসব পালন করা। এদিন মেয়রের হাতে রাখি পরিয়ে দেন ব্রাইট আকাদেমির খুদেরা। মেয়র জানালেন, কিছুটা সময় এই সব সরল শিশুদের সাথে কাটালাম। তাই একটু অন্যধরনের কাটল আজকের সকালটা। আগামী দিনগুলিতে এইসব শিশুদের সুস্থ এবং সুন্দর জীবন কামনা করি।

রামকিঙ্কর হলে উৎসবে মেতে ওঠেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আজ রাখি পড়িয়ে দিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের হাতে। আজ সকালে শিলিগুড়ির দীবনন্ধু মঞ্চের রামকিঙ্কর হলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাথে একটা ছোট উৎসবে মেতে ওঠেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানালেন রাখি বন্ধন আমার কাছে একেবারেই অন্যধরনের অনুভূতি। তাই এইবারে ছোট ছোট মেয়েদের হাত থেকে রাখি পড়ে প্রচণ্ডভাবে আনন্দ পাচ্ছিলাম। ওদের সাথে চলতে গিয়ে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। সবাইকে

নিজের তরফ থেকে চকলেট এবং মিষ্টি উপহার দেন শিলিগুড়ির মেয়র। গার্লস ইস্কুলের ছাত্রীরা জানান তাদের অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল মেয়রকে রাখি পড়ানো, আজ তাদের সেই ইচ্ছা পুরন হয়েছে। এদিন রামকিঙ্কর হলে গিয়ে প্রথমে কিছুক্ষন মেয়েদের সাথে কথা বলেন মেয়র কে কোন ক্লাসে পড়ছে কে কোথায় থাকে সেটা নিয়ে মেয়েদের সাথে আলোচনা করেন মেয়র। মেয়রের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেন বাচ্চাদের অভিভাবকেরাও। মেয়র পরে প্রত্যেকের দুপুরের খাবারের ব্যাবস্থা করেন।

জাতীয় পতাকা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ অনুযায়ী দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রতিটি বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। সাধারণ মানুষ সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে। সংসারের জন্য চাল ডাল কিনবে, নাকি জাতীয় পতাকা কিনবেন? দুঃস্থ মানুষদের এই সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে এগিয়ে এলো গ্রীন জলপাইগুড়ি

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আজ সংস্থার পক্ষ থেকে শতাধিক দুঃস্থ মানুষকে বিনামূল্যে জাতীয় পতাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং জাতীয় পতাকার ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। পাশাপাশি সংস্থার পক্ষ থেকে এসএসবি পাঙ্গা–র হাতে ১০০ জাতীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন এলাকায় বিতরণ করার জন্য।

গ্রীন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সম্পাদক অংকুর দাস জানান, আজ আমরা এই কর্মসূচি পালন করতে পেরে নিজেরা গর্বিত। আমাদের এই ধরনের কর্মসূচি আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

সাঁওতাল বীরদের সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা দেশে পালন করা হচ্ছে বিশ্ব আদিবাসী দিবস। এই উপলক্ষে শিলিগুড়িতে নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল আদিবাসীদের তরফ থেকে। শিলিগুড়িতে এই উপলক্ষে সকাল থেকেই আয়োজন করা হয়েছিল সঙ্গীত এবং নৃত্যানুষ্ঠানের। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। তিনি প্রথমে যেসব সাওতালেরা দেশের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। পরে জেলা সভাপতি নিজেও আদিবাসী মহিলাদের সাথে সাথে নৃত্যের তালে

তালে যোগ দেন। তিনি জানান সাওতাল যুবকেরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন অনেকেই। আমরা হয়ত অনেকেই তাদের কথা জানি না,তাই আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে তাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হল। আমরা জানি দেশের জন্য অনেক সাওতাল বীর তাদের প্রান বিসর্জন দিয়েছেন আমার পক্ষ থেকে তাদের জন্য শতকোটি প্রনাম। এদিন সিধু কানু এবং অন্যান্য সাঁওতাল বীরদের কথা নিজেই বলেন জেলা সভাপতি।ভারতের মানুষ এইসব সাওতাল বীরদের কথা মনে রাখবে বলেও জানান তিনি।

সাদামাটা জীবন সম্বল, চোখ উন্নয়নে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িকে আবর্জনা মুক্ত রাখতে প্রয়াস করে চলেছেন এই শহরেরই এক কাউন্সিলর শ্রাবণী দত্ত। দলের নেতাদের বিতর্কের মাঝেই একেবারেই অন্যধরনের মানুষ এই কাউন্সিলর। মিষ্টিভাষী এই কাউন্সিলর এই নিয়ে দুবার বসলেন মসনদে। কোনও বিতর্ক নেই একেবারেই সাদামাটা জীবনে অভ্যস্ত। কোটিপতি ঘরের গৃহিণী হয়েও একেবারেই মাটির কাছাকাছি থাকেন। তিনি জানালেন, আমার কর্মীদের জন্যই আমার আজকে এই জায়গা। তাই সবার আগে আমার কর্মীরা। আমি চাই আমার কাজ এবং আমার কর্মীরা মিলেমিশে যাক।

আমার কর্তব্য আমার ওয়ার্ডকে যতটা পারা যায় পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখা। নিজে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ওয়ার্ডের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন ডাষ্টবিন। তিনি আরও বলেন, আমি চাই আমার ওয়ার্ড পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুক। আর তাই আমি ঘুরছি মানুষের জন্য। আমার আদর্শ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তার আদর্শেই অনুপ্রাণিত আমরা। আমি চাই ভবিষ্যতে আমার ওয়ার্ডকে একটি মডেল ওয়ার্ডে পরিণত করতে। তার জন্য ছুটে চলেছি আমি।

গৃহবধূর রাখি উৎসব পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাখির উৎসব সবার মধ্যে তাই এবারে সেই সত্যকেই তুলে ধরলেন শিলিগুড়ির ১৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং গৃহবধূ তনিমা ঘোষ। পেশায় তিনি শিলিগুড়ি সূর্য সেন কলেজে কর্মরত, কিন্তু সারাটা বছর গরীব এবং অসহায় মানুষদের পাশে থাকাটা তার নেশার মধ্যে। সবাই যখন রাখি পড়িয়ে যাচ্ছেন নিজেদের দাদা এবং ভাইদের তনিমা তখন রাখি নিয়ে ছুটেছেন অসহায় অবহেলিত মানুষদের পাশে। তার কথায় এদের হাতে রাখি পড়িয়ে আমি যা আনন্দ পেলাম সেটা আমার কাছে সারাটা জীবনের সম্পদ হয়ে থাকল।আমি চাই এদের পাশে যেন সারাটা বছর এইভাবেই থাকতে পারি। এদিন তিনি রাখি পড়াতে ছুটে

যান শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে, রাখি পড়িয়ে দেন হাসপাতালের বাইরে থাকা টোটো চালক এবং নার্সিংহোমের দায়িত্বে থাকা গার্ডদের হাতে। সবকিছু ভুলে গিয়ে কিছুক্ষনের জন্য ওই অসহায় মানুষগুলোর মুখও ভেসে ওঠে হাসিতে। আমি চাই আগামীবারেও এইসব মানুষগুলোর মুখে হাসির ফোয়ারা ফোটাতে। ভগবান যেন সেই শক্তি টুকু আমাকে দেন। তবেই আমি মনে করব আমার রাখি পড়ানো সার্থক হয়েছে জানালেন তনিমা ঘোষ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ আগস্ট – ১৯ আগস্ট, ২০২২

মেষ রাশি : মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি। চঞ্চলতা বৃদ্ধির দরুন কোন জিনিস কোথায় রাখছেন সে খেয়াল থাকবে না। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য ও চাকরি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সর্দি–কাশি বা ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবার, হনুমান দর্শন করুন ও বুঁদি চড়ান।

বৃষ রাশি : শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। চাকরিতে সমস্যা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। নিকট আত্মীয়ের বিয়ের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ থাকলেও তা মিটে যাবে। তীর্থ ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা। আয়ভাব শুভ। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ঘরের মহিলাদের বস্ত্র দান করুন।

মিথুন রাশি : স্বজনদের ব্যবহারে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। সঞ্চিত ধন ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সন্তানের পড়াশোনায় শুভ ফল লাভে সম্ভাবনা। মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তায় চলুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : ঘরের মা, বোনকে চুরি ভেট দিন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। হঠাৎ অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। সন্তানের কৃতিত্বে খুশির জোয়ার। ধর্মে–কর্মে ব্রতী ও ঈশ্বরানুরাগী হয়ে উঠবেন। পদোন্নতিতে বাধা, আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : প্রত্যুষে রাত্রে শোয়ার আগে দুধ পান করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। চাকরি পেলেও তার স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পেতে বিলম্ব। বিবাহে বাধা। অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া, পায়ের সমস্যা, ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন।

কন্যা রাশি : অন্যমনস্কতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা দ্রব্যাদি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। বিবাহে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তার সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা।

প্রতিকার: ঘরে একটি গাছ লাগান।

তুলার রাশি : হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। ধনাভাব শুভ হওয়ায় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

প্রতিকার : শ্রী সুক্তের পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। তবে সন্তান থেকে সুখ পাবেন। আরামপ্রিয় হয়ে উঠবেন। মান–সম্মান বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে ও গবেষণায় সাফল্যে বাধা। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। আয়ভাব শুভ।

প্রতিকার : হনুমানকে সিঁদুর চড়ান।

ধনু রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয় হবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। পেশাদারি কর্ম বা ব্যবসায় কিন্তু সাফল্য হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : কোনো পুজারীকে বস্ত্র দান করুন।

মকর রাশি : মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে মামলা–মোকদ্দমা পর্যন্ত হতে পারে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। চাকরিতে সাফল্যে বাধা ও ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। ভ্রমণ না করাই শ্রেয়। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা। পদোন্নতিতে বাধা। আর্থিক কষ্ট থাকলেও ঈশ্বরের আশীর্বাদে সমস্ত কষ্ট থেকে রেহাই পাবেন।

প্রতিকার : ঘর বা অফিসের কর্মচারী বা চাকরদের আর্থিক সাহায্য।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের নিকট সব রকম সাহায্য মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা থেকে রেহাই পাবেন। কোনো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে শয্যাগত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারে বাধা হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটা সাবলম্বী হবেন। পদোন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের জন্য স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হতে পারে।

প্রতিকার : রাধা–কৃষ্ণের আরাধনা করুন।

মীন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক সাহায্য বা দ্রব্যাদি পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রিয়জনের মতামত নিয়ে তবে কোনো কার্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সঙ্গে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভ্রমণের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। রোগ হলেও তা থেকে আরোগ্যের সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : পাখিদের জন্য খাপে সাতটি আলাদা ধরনের অন্ন দিন।

শব্দবার্তা ২১২

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। কপট আচার ৪। রোজগার ৫। অসাধ্য হলে ৭। চাবুক ৯। জমির এক মাপ ১০। সমারোহ, আড়ম্বর ১১। দেহ ১২। উত্ত্যক্ত, বিপর্যস্ত।

উপর–নীচ

১। খরচ ২। চার পা যার ৩। বেতন ৪। ক্ষতিপূর্বক বৃত্তি ৬। পাখি বিশেষ ৮। রামের জীবনী বিষয়ক যাত্রাভিনয় ১০। চাপানো ১১। সাদা, শুভ্র।

সমাধান : ২১১

পাশাপাশি : ২। উপাস্য দেবতা ৫। সবাকার ৭। জোলাপ ৯। কসুর ১০। কবলিত ১২। ত্রিভঙ্গমুরারি।

উপর–নীচ : ১। নির্যাস ৩। পাণ্ডুরতা ৪। বদলাবদলি ৬। বালক সুলভ ৮। একহারা ১১। তড়িৎ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

পুলিশের জালে ডাকাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড় ধরনের সাফল্য পেলো সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ। ডাকাতির আগেই এক বাংলাদেশী ডাকাত সহ মোট দুজনকে গ্রেফতার করলো। ধৃতদের কাছ থেকে ১ বন্দুক, ১ রাউন্ড কার্তুজ, ১ ধারালো ভোজালি উদ্ধার করেছে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ। ধৃতরা হল মহম্মদ আল মামোন ও ধ্রুবজ্যোতি মন্ডল। ধৃত আল মামোন এর বাড়ি বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর থানার সাহেবখালি এলাকায়। অপর জনের বাড়ি সুন্দরবন কোষ্টাল থানার ৮ নম্বর কালিদাসপুর গ্রামে।

পুলিশ সূত্রের খবর সোমবার গভীর রাতে গোপন সুত্রে খবর পায় সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ। জানতে পারে থানা এলাকার সাতজেলিয়া বাজারে কয়েকজন ডাকাত জড়ো হয়েছে ডাকাতির উদ্দেশ্য নিয়ে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার এসআই মিজানুর রহমানের নেতৃত্ব এক পুলিশ টিম সাতজেলিয়া বাজারে চিরুনি তল্লাশি অভিযান চালায়। সেখানে রাতের অন্ধকারে দুই দুষ্কৃতীকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তল্লাশি শুরু করতেই ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার হয় বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। ধৃতরা পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে তারা ডাকাতির জন্য জড়ো হয়েছিল।

সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ দুই ডাকাতকে গ্রেফতার করে। পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে কীভাবে ভারতে প্রবেশ করলো, কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল, আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃত বাংলাদেশী ডাকাত আল মামোনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিশ।

গ্রেফতার ধর্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিংয়ের নিকারীঘাটা এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাধেশ্যাম মন্ডলকে সোমবার রাতে গ্রেফতার করলো ক্যানিং থানার পুলিশ। গত রবিবার রাতে ঘটনার পর এলাকার লোকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে সোমবার সকাল থেকেই পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিলো, ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে। ২৪ ঘন্টার আগেই ধর্ষণ কান্ডের মূল অভিযুক্ত রাধেশ্যাম মন্ডলকে গ্রেফতার করে ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ সুত্রের খবর।

ঘটনার পর নির্যাতিতা নাবালিকা সহ তার পরিবারের লোকজন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা যাতে কোনও ভাবে নিপীড়িত না হয় তারজন্য মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ক্যানিং থানার পুলিশ। সোমবার রাতে ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ নির্যাতিতার বাড়িতে হাজির হয়। তিনি নির্যাতিতা ও তার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করে কথা বলেন। নির্যাতিতা নাবালিকা যাতে ভেঙে না পড়ে কিংবা তার উপর মানসিক চাপ যাতে না সৃষ্টি হয়,সে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি ওই নাবালিকার হাতে বেশ কিছু খেলনা সামগ্রী তুলে দেন থানার আইসি।

স্থানীয় এক গৃহ শিক্ষিকা পম্পা দেবনাথ জানিয়েছেন, পুলিশ যে কতটা মানবিক হতে পারে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ক্যানিং থানার আইসি। তিনি যেভাবে নির্যাতিতা ও তার পরিবারকে আশ্বস্থ করে মানবিক দৃষ্টান্ত নিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন তা এর আগে ক্যানিং থানা এলাকায় ঘটেনি।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। মৃতের নাম সুরজিত দাস (৩৮)। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের বাড়ি কলকাতার কলেজস্ট্রিট বাটা এলাকায়। বিগত প্রায় বছর ৮ আগে থেকে ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকার একটি বিরিয়ানী দোকানে কাজ করতো। সেই সুত্রে ঘুঁটিয়ারী শরীফ-এর একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতো ওই যুবক। সেখানে সোমা দাস নামে এক স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ওই মহিলার প্রথম পক্ষের এক ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। এরপর থেকে সুরজিত আর সোমা একসাথে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করে। অভিযোগ প্রতিনিয়ত টাকা পয়সা নিয়ে সোমার সাথে সুরজিতের বচসা হতো। এমনকি তাকে মারধরও করা হতো বলে দাবি করেছে মৃতের মা সন্ধ্যা দাস। অভিযোগ রবিবার রাতে বিরিয়ানীর দোকান থেকে বাড়িতে ফিরলে টাকা পয়সা নিয়ে বচসা বাধে। সেই সময় সোমা ও তার প্রথম পক্ষের ছেলে সুরজিতকে মারধর করে, গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় সুরজিতকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই বৃহস্পতিবার ভোরে তার মৃত্যু হয়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘুঁটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ। মৃত সুরজিতের মা সন্ধ্যা দাসের অভিযোগ টাকা পয়সা না দেওয়ার জন্য আমার ছেলেকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছে। তা না হলে যখন হাসপাতালে আমার ছেলেকে ভর্তি করা হলো তখন আমাকে খবর দেওয়া হলো না কেন? হাসপাতালের অন্যান্য রোগীরা আমার ছেলের কাছ থেকে ফোন নম্বর নিয়ে আমাকে জানাতে ঘটনার কথা জানতে পেরেছি।' অন্যদিকে, মৃতের স্ত্রী বলে দাবি করে সোমা দাস জানিয়েছেন, নিজেই গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মারা গিয়েছে। কেন আত্মহত্যা করলো? সে বিষয়ে অবশ্য সোমা দাস কোনও মন্তব্য করতে রাজী হননি। তবে উভয় পক্ষের অভিযোগ পেয়ে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে এটি খুন না আত্মহত্যা? সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লালসার শিকার নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুণধর পিতার লালসার শিকার হল নাবালিকা মেয়ে। গুণধর পিতার এমন কু-কীর্তির কথা ফাঁস হতেই ঝড়খালি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ অভিযুক্ত অলক মন্ডলকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠালে, বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পেশায় মৎস্যজীবী অলক। বাড়িতে স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। জীবন জীবিকার জন্য প্রতিদিনই স্থানীয় নদীখাঁড়ি কিংবা খালবিলে মাছ কাঁকড়া ধরতে যেতেন। কখনো স্ত্রী, কখনো বা নিজের ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়েকে সাথে করে নিয়ে যেতো। অভিযোগ যখন নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে মাছ কাঁকাড়া ধরতে যেতো, তখনই নদীখাঁড়ি এলাকার জঙ্গলে নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে গিয়ে জোর পূর্বক তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতো গুণধর পিতা। এমন ঘটনা প্রায় তিনমাস ধরে চলতে থাকে। লোকলজ্জা এবং গুণধর পিতার চাপে পড়ে ভয়ে নাবালিকা কু-কীর্তির কথা কাউকে জানাতে সাহস পেতো না। শেষ পর্যন্ত মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ওই নাবালিকা তার মায়ের কাছে গুণধর পিতার কু-কীর্তির কথা ফাঁস করে দেয়। পরিবারের এমন ঘটনার কথা জানতে পেরে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন ওই নাবালিকার মা। তিনি এক মুহূর্ত দেরি করেননি। নাবালিকা মেয়েকে সাথে করে নিয়ে হাজির হন ঝড়খালি কোষ্টাল থানায়। সেখানে স্বামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গুণধর পিতাকে গ্রেফতার করে ঝড়খালি কোষ্টাল থানার পুলিশ।

সরকারি উদাসীনতায় মর্মাহত ঢাকির আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত

কল্যাণ রায়চৌধুরী : একজন হতদরিদ্র হৃদরোগী ও প্রবীণ লোক শিল্পী। ১৯৮২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নবম এশিয়াডের একজন কৃতিমান ঢাক বাদক বিমল নন্দী। উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়ার বাসিন্দা বিমলবাবু ২০০৮ সালে 'দেশ আমার' নামে একটি বিরল ও অভিনব দেশাত্মবোধক সিডি ক্যাসেট প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'দেশের মানুষকে দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবান করার উদ্দেশ্যে এবং 'স্বচ্ছ ভারত' গড়ে জেলার মূল মন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রয়োজনে, দেশ সেবায় ভারতবর্ষে প্রথম এধরনের দেশাত্মবোধক সিডি ক্যাসেটটি প্রকাশ করতে নিজের বসতবাড়ি বিক্রি করে গৃহহীন উদ্বাস্তু ও ফুটপাতবাসী হই। 'সন্তরোর্ধ বিমলবাবুর খেদ তৎকালীন কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের কাছে এত কষ্টে প্রকাশ করা সেই সিডি পাঠানো সত্ত্বেও কোনও সরকারের তরফে এই হতভাগ্য শিল্পীকে শংসাপত্র প্রদান করার সৌজন্যতা প্রদর্শন করা হয়নি।' দুঃখের সঙ্গে তিনি আরও জানান, এরপর ২০১৬ সালের ১৫ আগস্ট, রামদেব ও পতঞ্জলির পক্ষ থেকে বাংলা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পাতায় দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি সহ একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপন রামদেবের ছবির নিচে নেতাজি, গান্ধিজি, ভগৎ সিং ও অন্যান্য দেশ নায়কদের ছবি ছাপা হয়েছিল। এরপর আবার ২ অক্টোবর ২০১৬ গান্ধী জন্মজয়ন্তীতে রামদেব ও পতঞ্জলির পক্ষ থেকে দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে রামদেবের ছবির নিচে মহাত্মা গান্ধীর ছবি ছাপা হয়। এই দুটি বিজ্ঞাপনেরই তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানিয়ে

৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ তৎকালীন মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জরুরি চিঠি দিই। এরপর একবার প্রায় আবার প্রায় কয়েকমাস পর ২৩ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সংবাদ প্রতিদিনে ঠিক এভানেই রামদেবের ছবির নিচে ভগৎ সিং, রাজগুরু সুখদেব দেশনায়কদের ছবি সম্বলিত বিজ্ঞাপন ছাপা হয়।

আর এরঠিক মাসখানেক পরে ৩০ মে ২০১৭ তারিখ আবার সংবাদ প্রতিদিনে পতঞ্জলি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে রামদেবের ছবির নিচে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি প্রকাশিত হয়। এবারও আমি ভারতের মান সম্মান রক্ষা ও স্বচ্ছ ভারত গঠনের দাবিতে সোচ্চার হয়ে রামদেব ও পতঞ্জলির এহেন আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করে আবার মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিই। প্রত্যেক চিঠিতে সুবিচারের আবেদন জানিয়েছিলাম।

তার ফলশ্রুতিতে ২০১৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত আর এ ধরনের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়নি বা আমার নজরে পড়েনি। এই মর্মে আমি মাননীয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায়, মাননীয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে যে আবেদন করেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে লোক দেখানো ১০ খানি চিঠি এই ছয় বছরে পেয়েছি মাত্র। এই মর্মে সাপ্তাহিক আলিপুর বার্তা ও দৈনিক আর্থিক লিপিতে খোলা চিঠি প্রকাশ হয়েছে। সম্প্রতি ৬ আগস্ট ২০২২ তারিখে ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতি মাননীয়া দ্রৌপদী মুর্মুকেও আবেদনপত্র পাঠালাম। ভারত সরকারের তরফ থেকে আমার সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের বিচার-বিশ্লেষণের নিরীখে সত্তরোর্ধ এই হৃদরোগী লোকশিল্পী হিসেবে অন্তত একটি জাতীয় সদুত্তর প্রত্যাশা করি। আগামী দু'মাসের মধ্যে এই জাতীয় চিঠির সদুত্তর না পেলে আমি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।'

তৃণমূলে সুনীল-সংঘাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন মহাসচিব তথা রাজ্যের প্রাক্তন শিল্প ও শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ইডি'র হাতে গ্রেফতার হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতে শাসক দলের অন্দরে ব্যাপক জল ঘোলা শুরু হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বারাসত পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনীল মুখোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'রোজ রাতে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় আসতেন বারাসত পুরসভার বর্তমান পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়ের বারাসতের বাড়িতে।' তিনি আরও বলেন আমি দেখেছি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে অশনিদের সম্পর্ক ২০১২ সাল থেকে। পার্থবাবু শুধু অশনিদের বাড়িতেই নয়, বারাসতের হরিতলা মোড় সংলগ্ন সাহা টেক্সটাইলেও আসতেন। এই সাহা টেক্সটাইলের মালিক হলেন সুকান্তিলাল সাহা। যাকে সবাই কান্তি সাহা বলেই চেনে। কিন্তু এই পার্থবাবু লোকটিকে আমার কোনও দিনও ভালো লাগত না। তাই আমি কখনও এদের সঙ্গ দিই নি। উনি রাত্রিবেলায় আসতেন। কিন্তু ওদের মধ্যে কী আলোচনা হত, তা আমার জানা ছিল না।' সুনীলবাবুর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেন বারাসতের বর্তমান পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'সুনীলবাবুর বয়েস হয়েছে। তাই ওনার দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়েছে। ওনার চিকিৎসার

প্রয়োজন।' অশনি মুখোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সুনীল মুখোপাধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বলেন, 'ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ছিলেন তাই তিনি যখন কারও বাড়িতে আসবেন, তা একটা বিশেষ গর্বের বিষয় হত। আর এই আসার ব্যাপারটা কারও না কারও ফেসবুক থেকে জানতেও পারতাম। পার্থ বাবুর এই আসার ব্যাপারটা শুধু আমি নই, বারাসতের বহু মানুষ দেখেছেন। তাই যদি চোখ খারাপ হয়, তাহলে তো বারাসতের সেইসব মানুষকেও ডাক্তার দেখাতে হবে। আর আমি দুটো টার্ম পুরপ্রধান ছিলাম। সেই টার্মের ২০২১ সাল পর্যন্ত আমার অডিট করানো আছে। এর মধ্যে কোনও ত্রুটি খুঁজে পায়নি অডিট ডিপার্টমেন্ট। আর উনি প্রায় মাস তিনেক চেয়ারে বসতে না বসতেই আমার ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন বলে দাবি করছেন। বিগত টার্মে তো উনি আমার সঙ্গে উপপুরপ্রধান ছিলেন। এবং উনি সংশ্লিষ্ট সমস্ত কমিটিতেই ছিলেন। এবং কোনও কিছু করতে গেলে আমাকে তার ঘরে গিয়ে আলোচনা করতে হতে।

ওনার বিরুদ্ধে আমার কাছে যে তথ্য আছে তা সামাল দেওয়া আশা করি ওনার পক্ষে অসম্ভব। তবে সেগুলো সবই ক্রমশ প্রকাশ্য।' পুরসভা নির্বাচনে টিকিট বন্টন প্রসঙ্গে সুনীলবাবু বলেন, যারা দলের প্রকৃত কর্মী তারা অনেকেই টিকিট পাননি। টিকিট যারা পেয়েছেন, তাদের আমি অনেককেই চিনি না। পার্টিতেও কখনও দেখিনি। আর এইসব কারণেই বিগত লোকসভা নির্বাচনে বারাসত পুরসভার প্রায় ১৮ থেকে ১৯টা ওয়ার্ডে বিজেপি লিড পায়। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ে সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার কারণে অশনিরা ইচ্ছেমত টিকিট বন্টন করতে পেরেছে।' এমনকি তাঁর চেয়ারম্যানশিপ চলে যাওয়ার পিছনে মন্ত্রী, সাংসদ থেকে শুরু করে অনেকেরই হাত ছিল বলেই মনে করেন সুনীলবাবু। এমন কি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বারংবার পরিচ্ছন্ন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করলেও কার্যত তা হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

বিএসএফের রাখী বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ আগস্ট, ২০২২ তারিখের ১২১৫ ঘটিকায়, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের ১৭৯ ব্যাটালিয়নের আইসিপি পেট্রাপোলের জওয়ানরা সীমান্তে রক্ষাবন্ধন অনুষ্ঠান উদযাপন করেছে। বনগাঁ ও পেট্রাপোলের মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দও এই কর্মসূচিতে অংশ নেন, প্রধানত রামপদ দাস (জেলা সভাপতি), অশোক

কীর্তনিয়া, বিধায়ক বনগাঁ উত্তর, স্বপন মজুমদার বিধায়ক বনগাঁ দক্ষিণ, অসীম সরকার, বিধায়ক হরিণঘাটা প্রমুখ। বিএসএফ জওয়ানরা স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় ও বিজিবির সঙ্গে এই উৎসব পালন করেন। কমান্ডিং অফিসার ১৭৯ ব্যাটালিয়ন তরণী কুমার টিউ জানান, উভয় দেশের বর্ডার গার্ডিং ফোর্স এবং সেখানকার স্থানীয় জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি আরও জানান, রক্ষাবন্ধনের শুভেচ্ছার পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক ও কঠোর নজরদারি করছে।

যুবক ও চিকিৎসকের চেষ্টায় বিপদ কাটল ছোট্ট শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানবিক যুবক আর চিকিৎসকের যৌথ চেষ্টায় প্রাণ রক্ষা হলো এক তিন বছরের শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার উত্তর চুনাখালি গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, বাসন্তী থানার অন্তর্গত চুনাখালি গ্রামের সাহেব হালদার ও মধুমিতা হালদারের এক মাত্র সন্তান গণেশ ওরফে সোমনাথ। গত কয়েকদিন আগে ওই শিশুকে তার মামার বাড়ি উত্তর চুনাখালি গ্রামে রেখে যায় দম্পতি। বুধবার সকালে মামার বাড়িতেই খেলছিল গণেশ। পরিবারের সদস্যরা মাঠে গিয়েছিলেন চাষের কাজ করার জন্য।

বাড়িতে প্রচুর কেট-এর উপদ্রব হওয়ায় কেট মারার ওষুধ নিয়ে রেখেছিলেন ওই শিশুর দাদু ভোলা নস্কর। পরিবারের লোকজন যখন মাঠের কাজে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় কেট মারার ওষুধ হাতের কাছে পেয়ে

খেয়ে গায়ে মাখে ওই শিশু। দুপুর নাগাদ মাঠ থেকে থেকে বাড়িতে ফিরতেই নজরে পড়ে ওই শিশুর দাদু ভোলা নস্করের। বিপদ বুঝতে পেরে কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না তিনি। তবে তড়িঘড়ি ওই শিশুকে কোলে নিয়ে একটি অটোয় চেপে বেরিয়ে পড়েন হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। বিধি বাম! অটোটি মাঝ রাস্তায় বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া এলাকায় বিকল হয়ে পড়ে। প্রবল বর্ষণে রাস্তায় কোনও যানবাহন না পেয়ে নিশ্চিত বিপদ বুঝতে পেরে কাঁদতে থাকে। সেই সময় বাসন্তী থেকে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিলেন জনৈক যুবক সত্যজিৎ মন্ডল। তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ করেন ভোলা। বিপদ হতে পারে বুঝতে পেরে মুহূর্তে কোনও প্রকার চিন্তা না করে ওই শিশু ও তার দাদুকে বাইকে তুলে নেন ওই যুবক। দ্রুততার সাথে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। সেই সময় হাসপাতালের বর্হিঃবিভাগে রোগী দেখছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আলমগীর হোসেন। তিনি দৌড়ে আসে শিশু বিভাগে। তড়িঘড়ি ওই শিশুর চিকিৎসা শুরু করেন।

ডাঃ আলমগীর হোসেন জানিয়েছেন, 'বর্তমানে শিশুটি সুস্থ রয়েছে। বিপদ নেই। তবে দেরি করে নিয়ে আসলে বড় ধরনের বিপদের সম্মুখীন হতে হতো ওই শিশুর পরিবারের লোকজনদের।' অন্যদিকে, শিশুর পরিবারের লোকজন জনৈক মানবিক যুবক সত্যজিৎ মন্ডল ও ডাঃ আলমগীর হোসেনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, বিপদের মুহূর্তে ওই যুবক এবং চিকিৎসক যে মানবতার দৃষ্টি রেখেছেন, সেই ঋণ কোনও ভাবেই শোধ করার নয়।'

বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, রাস্তায় হাঁটু সমান জল

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সাধারণ বৃষ্টিপাত কিংবা নিম্নচাপের জেরে বৃষ্টিপাত হলেই ক্যানিং শহরে হাঁটু সমান জল জমে যায় এমনই অভিযোগ স্থানীয়দের। সমস্যায় পড়নে সাধারণ নিত্যযাত্রী থেকে বিভিন্ন যানবাহন। বুধবার সারারাত নোংরা জলে হাঁটাচলার জন্য বিভিন্ন রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ যত্রতত্র জলনিকাশি ব্যবস্থা বন্ধ করে সরকারি জমির উপর দোকান, বাড়িঘর গজিয়ে উঠছে। আবার যেটুকু নিকাশিনালা রয়েছে,

বৃষ্টিপাতের জেরে ক্যানিং শহর সংলগ্ন পেট্রোল পাম্প থেকে পুরাতন বিডিও অফিস পর্যন্ত ক্যানিং-বারুইপুর রোডে হাঁটু সমান জল জমে যায়। সেই জল পারাপার হয়ে যাতায়াতের সময় অনেকেই রাস্তার খানাখন্দে পড়ে গিয়ে আহতও হচ্ছেন। এছাড়াও প্লাস্টিক ব্যবহারের রমরমার জন্য সেগুলো প্লাস্টিকের চাপে বন্ধ হয়ে পড়ছে। যার ফলে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে ক্যানিং শহর। স্থানীয়দের আরো দাবি, প্রশাসনিক স্তরে অবিলম্বে এমন সমস্যা সমাধান করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন।

আবারও ভাঙলো বাঁধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিম্নচাপ এবং পূর্ণিমার ভরা কোটালের জেরে প্লাবিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার গঙ্গাসাগরের বঙ্কিমনগর ১ নম্বর কলোনি এলাকা। নদী বাঁধ ভেঙে হু

হু করে জল ঢুকে পড়ছে এলাকায়। যার ফলে প্লাবিত গোটা এলাকা সহ বিঘের পর বিঘে চাষের জমি। পূর্ণিমার ভরা কোটালে জোয়ারের জলে ভেঙে গিয়েছে ১০০ মিটারের বেশি বাঁধ। নোনা জলে প্লাবিত বিঘের পর বিঘে চাষের জমি জল ঢুকে পড়েছে কোন কোন বাড়িতেও। দিশেহারা হয়ে পড়েছে এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের দাবি বেশ কিছুদিন আগেও ভরা কোটালের জেরে প্লাবিত হয়েছিল এই এলাকা। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মেরামতির কাজ শুরু হলেও নিম্নচাপের জেরে টানা বৃষ্টি ও পূর্ণিমার ভরা কোটালে নতুন করে নদী বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় এলাকা।

আবারো ঘর ছাড়া হতে হবে নদী বাঁধের আশেপাশের এই হতদরিদ্র মানুষগুলিকে। প্রশাসনিক সাহায্যের আশায় মুখ চেয়ে বসে আছে বঙ্কিমনগর ১ নম্বর কলোনি এলাকার বাসিন্দারা।

প্রভাতফেরি কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজাদী কি অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রক আগেই বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রকে আগামী ১৩-১৫

আগস্ট তিন দিন ব্যাপী 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচি দিয়েছিল। নতুন করে দপ্তর থেকে আরও একটি কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে ওই তিন দিন প্রভাত ফেরী কর্মসূচি করতে হবে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে বিভিন্ন ব্লকে অন্তত ২৫ জনকে নিয়ে ইউথ ক্লাব গুলো জাতীয় পতাকা নিয়ে প্রভাত ফেরি করবে। সঙ্গে থাকবে প্ল্যাকার্ড যেখানে বাড়িতে বাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ানোর সচেতনতামূলক বার্তা থাকবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলাকার বরিষ্ঠ মানুষদের প্রভাত ফেরিতে রাখতে হবে। স্বাধীনতা স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর এই প্রসঙ্গে বলেন, আগামী ১৩ আগস্ট প্রভাতফেরি কর্মসূচি হবে জীবন মণ্ডল হাটে। ১৪ আগস্ট হবে ক্যানিং সাব ডিভিশনে এবং ১৫ আগস্ট ঐতিহাসিক প্রভাতফেরি হবে আলিপুর সাব ডিভিশনের গাববেড়িয়া বাজারে।

আগামী ১৫ আগষ্ট দেশের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস। ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস অমৃত মহোসব' উপলক্ষে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা জয়নগর সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য তেরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার।এদিন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী থানার অন্তর্গত হোগল ব্রিজ থেকে কুলতলি বাজার পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ বাইক মিছিল করে তেরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। অমৃত মহোৎসব তেরেঙ্গা যাত্রা বাইক মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি অসীম সাঁপুই, জয়নগরর লোকসভা কেন্দ্রের কনভেনর রামকৃষ্ণ প্রামাণিক, জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার, জেলার সম্পাদক প্রদীপ সরদার, জেলা সম্পাদিকা তুলসী অধিকারী, ওবিসি মোর্চার সভাপতি মনোজ দেবনাথ, বাসন্তী ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বিল্লু স্বর্ণাকার , বাসন্তী ২ মণ্ডলের সভাপতি অসীম বর্মন, গোসাবা বিধানসভার ৫ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি তরুণ খাঁ, বাসন্তী বিধানসভার কনভেনর সুবল বিশ্বাস, ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি মনোজ সরকার সস অন্যান্যরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ১৩ আগস্ট – ১৯ আগস্ট, ২০২২

নিষিদ্ধ নেতাজি

দেশটা সেদিন রাজনৈতিক ভাবে দু টুকরো হলেও ভৌগলিকভাবে তিন টুকরো হয়েছিল। কারা করেছিলেন, কেন করেছিলেন সে সব চর্চা ইতিহাসের প্রাঙ্গণে কিংবা সাহিত্য থিয়েটারের অঙ্গণে বহুচর্চিত হলেও দেশভাগের নেপথ্যের কারণ নিয়ে উঁদাসীন সব পক্ষই।

তাঁর লেখা বই 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ, এমন কী তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন রুখতে তিরিশের দশকে সভ্যতার দাবিদার ব্রিটিশ নানা আইনি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকলে পরাধীন দেশে এগুলি খুবই স্বাভাবিক বলে চিহ্নিত করা হয়। এগারো বার তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তির কারাগারে ছিলেন, কখনও বা রাজপথে, কখনও বা কারাগারে অত্যাচারে রক্তাক্ত হয়েছেন। জাগ্রত যুব সমাজকে রাজ বিদ্রোহী করে তোলার 'অপরাধে' তাঁর এমন সাজাই তো প্রাপ্য ছিল। অমৃত মহোৎসবের বর্ণাঢ্য আলোকবার্তায়, ঘরে ঘরে ত্রিবর্ণ উড্ডয়নের আত্মগরিমার আড়ালে চলে গেলেন সেই আজাদ হিন্দের শহিদেরা। সর্বাধিনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রস্তর মূর্তির পূজার আড়ম্বরে নেতাজি সত্য অন্বেষণের ন্যূনতম প্রয়াস এর পরিবর্তে 'কন্যা' 'ছাই'– এর সরকারী মিথ্যাচারকে নির্দয় ও নির্লিপ্ত ভাবে বজায় রাখা হল।

নেতাজি রহস্য উদ্‌ঘাটনের সোনার চাবি মোদিজী যেন স্বেচ্ছায় হারিয়ে ফেললেন কংগ্রেসী ঘরানা বজায় রাখার প্রবণতার কারণে। প্যাটেল, গান্ধিজী কিংবা নেহেরুজি সকলেই কংগ্রেস নেতা ছিলেন। তাঁদের কারুর কারুর নেতাজি বিরোধিতার ইতিহাস আজও জাতির পক্ষে লজ্জাজনক।

নেতাজির কিছু নির্বাচিত ফাইল প্রকাশ, আন্দামানে নেতাজি দ্বীপ, শহিদ ও স্বরাজ দ্বীপ নামকরণ, লাল কেল্লায় ২১ অক্টোবরের ৭৫ বছর পূর্তিতে পতাকা তোলা ছাড়া আর যা করলেন তা জওহরলালও একদা লুকিয়ে চুরিয়ে করেছিলেন। নেতাজির বিরুদ্ধে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার গল্প নেহেরু প্যাটেল ও দাবিদার পরিবারের একাংশ করেছিলেন।

যে চক্রান্ত গোপনে করা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী নেতাজির ১২৫ তম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে গঠিত জাম্বো হাই পাওয়ার কমিটিতে নেতাজির চরিত্র হননের নেহেরু কোম্পানির ষড়যন্ত্রকে মান্যতা দেয়। তথাকথিত হাইপাওয়ার কমিটিতে জনৈকা বিদেশিনী অ্যানিটা পাফকে 'নেতাজি কন্যা' পরিচয়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর এই স্বীকৃতি সম্পূর্ণ অনৈতিক ও মিথ্যা। মোদীজীর প্রকাশিত নেতাজি ফাইলে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত অ্যানিটা পাফ নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আইনগতভাবে কিংবা জিনগতভাবে সম্পর্কিত নন। তবু এ প্রসঙ্গে আলোচনা প্রায় নিষিদ্ধ। মোদীজী একদা ঘোষণা করেছিলেন অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেতাজি। কিন্তু লোকসভায় ঘোষণার মাধ্যমে সরকারি শিলমোহর তিনি দিতে পারলেন না। তাঁর প্রতি দেশের মানুষের অনেক প্রত্যাশা ছিল। বিশেষ করে নেতাজি অনুরাগীদের নানা দাবি দাওয়াকে জাতীয়তাবাদী দলের দাবিদার এর কর্ণধার অগ্রাহ্য করেছেন। জাতীয় ছুটি তাঁর জন্মদিনে দেওয়ার দাবি মানা হয়নি আজও। নেহেরুজীর সেনসর করা আজাদ হিন্দের ইতিহাস এই আমলেও মুক্তির পথ দেখলো না। প্রকারান্তরে নেতাজীকে নিষিদ্ধ করে রাখা হল।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

স্তর লাভের পর যখন কেউ ভগবানের প্রতি শরণাগত হন, তখনই তাঁর জীবন সফল হয়। এটাই হচ্ছে অগ্রগতির সহজ সাধারণ পদ্ধতি। কিন্তু এই মন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যে সর্ব প্রথমেই শরণাগত হন, তখনই তাঁর জীবন সফল হয়। এটাই হচ্ছে অগ্রগতির সহজ সরল পদ্ধতি। কিন্তু এই মন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী যে সর্ব প্রথমেই শরণাগত হয়, সে কেবলমাত্র ভক্তিমূলক মনোভাব গ্রহণের জন্য তৎক্ষণাৎ সব স্তর অতিক্রম করে। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) বর্ণনা অনুযায়ী ভগবান তৎক্ষণাৎ এই প্রকার শরণাগত ভক্তের দায়িত্বগ্রহণ করে তার সকল পাপ কর্মের ফল থেকে

ফেসবুক বার্তা

স্বাধীনতার অগ্রদূত, অগ্রপথিক যথাযোগ্য মর্যাদা পাবেন কী?

নির্মল গোস্বামী

৭৫ বছর। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেশে। আমাদের দেশে শাসকগণ স্বাধীন। জনগন স্বাধীন কিনা সে প্রশ্নের অবকাশ অবশ্যই আছে। যাই হোক, স্বাধীন শাসকরা তাঁদের মনোমতো করে উৎসব উদ্‌যাপন করবে। শত সহস্র নিবেদিত প্রাণ বলি দিতে হয়েছে স্বাধীনতার যূপকাষ্ঠে। তাঁদের সকলকেই যে শাসকগণ সম্মান জানাবে বা স্মরণ–মনন করবে তার নিশ্চয়তা নেই। ইতিহাস শাসকের মর্জি মতো বিধৃত হয় আবার বিকৃতও হয়। স্বাধীনতা সেনানীদের মধ্যে কেউ অতিরিক্ত গুরুত্ব পায় আবার কারো গুরুত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে লঘু করা হয়।

এই প্রেক্ষিতে ভারত মাতার দুই বীর সন্তানের অবদানের কথা আলোচিত না হলে তুলসীপত্র ছাড়া নারায়ণ সেবার মতো হবে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিপ্লবী সন্ন্যাসী আর একজন তাঁরই ভাবশিষ্য সন্ন্যাসী বিপ্লবী। একজন স্বাধীনতার অগ্রদূত, আর একজন স্বাধীনতার অগ্রপথিক। পাঠকগণ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন কাদের কথা বলছি। একজন স্বামীজী আর একজন নেতাজী। নামের থেকে বিশেষণেই যাঁদের অধিক পরিচিতি।

১৮৯৭ খ্রিঃ ১৮ ফেব্রুয়ারি বজবজে বাংলার মাটিতে পদার্পণ করেন স্বামীজী। তারপর কলকাতায় গিয়ে নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেন যে ভারতবর্ষ ৫০ বছর পরে স্বাধীন হবে। বাস্তবে তাই ঘটেছিল। বিশ্বধর্ম সভায় যাবার আগে স্বামীজী ভারতবর্ষের কোণায় কোণায় গিয়ে প্রান্তবাসী মানুষদের প্রকৃত অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। দেখেছিলেন মানবতার পদ–দলন আর মনুষ্যত্বের পীড়ন। ব্যথিত হৃদয়ে কন্যাকুমারী শিলায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ভারতের মুক্তির পথ খুঁজলেন। দিশা পেলেন। কী সেই দিশা? না ভারতের শ্রমজীবী মানুষদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে আলোর বর্তিকা প্রজ্বলন করতে হবে। সমগ্র ভারতবর্ষকে জাগাতে হবে। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিতে হবে। ভরতবর্ষকে জাতপাতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। অস্পৃশ্যতার নাগপাশ কেটে বের হতে হবে। পুরোহিত শ্রেণির ধর্মীয় শোষণ থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দিতে হবে। অশিক্ষার অতল গহ্বর থেকে মানুষকে তুলে আনতে হবে। দারিদ্রের কুটির থেকে কৃষকের ক্ষেত পর্যন্ত শিক্ষাকে পরিব্যাপ্ত করতে হবে। এক কথায় ভারতবর্ষকে নিজের অন্তর থেকে জাগতে হবে। কিন্তু এই কাজ অনেকটাই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। ভারতের বিদেশী শাসক এই সংস্কারে উদ্যোগ নেবে না। স্বামীজীকে কে চেনে? কে শুনবে তাঁর কথা? আগে নিজেকে উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে, তবেই মানুষ তাঁর কথা শুনবে এবং গুরুত্ব দেবে। আমেরিকার বিশ্বধর্ম সভার মঞ্চ স্বামীজীকে বিশ্ব পরিচিতি দান করল। ভারতের বেদান্ত দর্শনের জয়জয়কার ঘোষিত হল আমেরিকা এবং সমগ্র ইউরোপ জুড়ে। এদিকে

ভারতবর্ষ চমকে উঠল কে এই বিবেকানন্দ। অবাক বিস্ময়ে দেখল প্রাচীন আর্য ঋষির উত্তরাধিকার নিয়ে এক তরুণ তেজদীপ্ত যুবক সন্ন্যাসী ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছে। উদাত্ত আহ্বান করছেন তরুন সমাজকে। জাগো, ওঠো, লক্ষ্যে না পৌঁছান পর্যন্ত থেমো না। বললেন জন্ম থেকেই তুমি মায়ের (দেশমাতৃকা) জন্য বলি প্রদত্ত। ভারতবর্ষ জাগবে হিন্দু মস্তিষ্ক আর মুসলমানের শক্তি নিয়ে। 'ভুলিওনা ভারতবাসী চণ্ডাল, মুচি, মেথর তোমার ভাই'। হাজার বছরে নিদ্রা ভেঙে ভারতবাসী একটু একটু জাগল। স্বামীজী স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন। আত্মশক্তিতে ভারতবর্ষ না জাগলে স্বাধীনতা উদ্দেশ্যই তো ব্যর্থ হবে। বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু সম্প্রদায়, বহু বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় ঐক্যের সুর তিনি বেঁধে দিলেন আধ্যাত্মিক ডোরে। ভারত জাগল, স্বাধীনতার ধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিত হল। এই বিপ্লবী সন্ন্যাসী যেন স্বাধীনতার দূত হয়ে ভারতবাসীকে বললেন, স্বাধীনতা আসছে, তোমরা প্রস্তুত হও এবং প্রস্তুতির পথ নির্দেশও দিয়ে গেলেন।

স্বামীজী আগামী ৫০০ বছরের পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা মিটিয়ে যখন চলে গেলেন, তখন সুভাষের বয়স চার কি পাঁচ বছর। বড় হয়ে সুভাষ স্বামীজীর ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁর ভাবশিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। শুরু হল স্বাধীনতার সাধনা। একলব্যের মতো গুরুমূর্তিকে সামনে রেখেই সুভাষ পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সুভাষের স্বাধীনতা স্পৃহা কত তীব্র ছিল তা মুনষকে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। একটি ঘটনা বলি। দাদা ঠাকুর (শরৎ পণ্ডিত) কলকাতার রাস্তায় 'বিদূষক' ফেরি করছেন দেখা হল সুভাষের সঙ্গে। দাদা ঠাকুর সুভাষকে প্রশ্ন করলেন আমাদের জীবৎদশায় কি দেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারব। সুভাষ উত্তরে বললেন, তা না হলে আমাদের জীবন ধারণই যে বৃথা। সুভাষ, আমাদের প্রিয় নেতাজী পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাসে এক বিরল সংগ্রামী চরিত্র। একদিকে মহাশক্তিশালী ইংরেজ শাসক অন্যদিকে তিনি একা। শক্তিশালী কংগ্রেস সংগঠনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সভাপতি হয়েও গান্ধীজীর ষড়যন্ত্র তিনি কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত একপ্রকার। স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণ এসে হাজির অথচ দেশের শক্তিশালী নেতৃত্ব উদাসীন। ইংরেজকে আঘাত হানার ব্রাহ্ম মুহূর্ত বহে যায়। তিনি গৃহে নজর বন্দি। হার মানলেন ইংরেজ। সুভাষ উধাও হলেন। ভারতবাসী চমকিত। এ ও কি সম্ভব! ব্রিটিশরাজ শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে সুভাষ উড়ে গেলেন সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে। তিনি ভারতের কাণ্ডারী। তাই দুর্গমগিরি, কান্তার মরু এবং দুস্তর পারাবার তাঁর পথ রোধ করতে পারল না। আফগানিস্তান থেকে জার্মানি। জার্মানি থেকে ৫৬ দিন সাবমেরিনে যাত্রা করে জাপান এলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হল। সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারত সরকার গঠিত হল। আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক হল। সরকারের নিজস্ব মুদ্রা হল। একদিন সুভাষ মণিপুরে মৈরাংএ স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন করলেন। এই যে কলকাতার বাড়ি থেকে একা বের হয়ে মৈরাংএ স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন। এই বন্ধুর পথে একা পথিক। পথ ছিল অচেনা। পাথেয়ের নিশ্চয়তা ছিল না। তবুও ক্লান্তিহীন পথ চলা কোন সময় থেমে থাকে নি। শরীরের শক্তি কখন কখন নিঃশেষিত হলেও মনে সদা জাগ্রুরুক ছিল ভারতের স্বাধীনতা একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। শয়নে স্বপনে নিশি জাগরণে স্বাধীনতার আকাঙ্খাই তাকে চালিত করেছে। যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করলেও হার মানেন নি। আবার নতুন উদ্যমে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পথের খোঁজে পথে নেমেছেন। ইতিহাসের কুটিল আবর্তে সত্য তলিয়ে গেছে। সরকারি ক্ষমতায় থাকা কুটিল কুশীলবরা তাঁর চলার পথকে জানতে দেয়নি আ–বিশ্ব জনগণকে। কিন্তু তাঁর পথ চলা তো থামে নি। ভারত স্বাধীন হবার পরও নয়। সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুক্তি যুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি অলক্ষ্যে কাজ করে গেছেন। ব্রিটিশ রাজশক্তি একান্ত সাক্ষাতে স্বীকার করেছে যে তারা নেতাজীর জন্য ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। পরিশেষে বলি স্বাধীনতার জন্য এতো পথ পাড়ি দিতে হয়নি কোন দেশ নায়ককে। আমাদের প্রাপ্ত স্বাধীনতার আগে যিনি স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করেছিলেন তিনি তো স্বাধীনতার অগ্রপথিক। এগিয়ে এসে তিনি পথ চিনে পথের বার্তা দিয়েছিলেন। তাই তাঁকে অবহেলা করে অমৃত মহোৎসব অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। আয়োজকরা এই দুই মহানায়কদের সম্মান জানিয়ে নিজেরা সম্মানিত হতে চাইবেন কি?

রং বদলালেও করলা তেতোই

দেবাশিস রায় : করলার স্বাভাবিক রং সবুজ। তবে, পেকে গেলেই নজরকাড়া গেরুয়া রং। কিন্তু, তিতকুটে করলার যতই রংয়ের পরিবর্তন হোক না কেন তার স্বাদের কোনই হেরফের হবে না।মনপসন্দ বাহারি রেসিপির করলায় কামড় দিলে সেই তেতো স্বাদই সকলের মুখে ফুটে উঠবে। যদিও করলা তেতো। কিন্তু, তাতে কী! অসাধারণ খাদ্যগুণের কারণে মানুষ একে আপন করে নিয়েছে।এটা যে কোনও চমকপ্রদ বিষয় নয় তা সকলেরই জানা। তবুও কেমন যেন মনে হল দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে করলাও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক্ হতে পারে। এর তুলনীয় দিকটি এড়িয়ে গেলে সমাজের এমন একশ্রেণির সুবিধাবাদী তিতকুটে স্বভাবের মানুষকে আড়াল করা হবে যাদের জন্য প্রতিটি মুহূর্তে দেশ ও দশের সমূহ ক্ষতি নিশ্চিত। বর্তমানে এধরনের করলা মার্কা' রাজনৈতিক নেতা–নেত্রীতে দেশের প্রতিটা কোণা কার্যত ছেয়ে গিয়েছে।তাঁদের ঘিরে সাধারণ মানুষেরও আগ্রহ কম নেই। তবে, এমতাবস্থায় দেশের রাজনৈতিক সুপরিবেশের যে ক্রমাবনতি হচ্ছে তা বোধ হয় জনতা জনার্দনকে বুঝিয়ে বলাটা নিষ্প্রয়োজন।২০২৪ সালে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকবে তো? কংগ্রেস কী ফের কেন্দ্রের তখতে ফিরতে পারবে? সাম্প্রতিক ঘটনাচক্রে পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস কি আড়াআড়িভাবে ভেঙে যাচ্ছে? আগামিতে এরাজ্যে বিজেপির সরকার গড়ার ভবিষ্যত কতখানি উজ্জ্বল? মোদী, মমতা, রাহুলেরই–বা রাজনৈতিক ভবিষ্য কী?...ইত্যাদি প্রশ্নগুলি প্রতিনিয়ত মানুষের মুখে মুখে ঘুরেফিরে আসছে। বলা যেতে পারে আসন্ন ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের যুযুধান রাজনৈতিক দলগুলি যত তৎপর হয়ে উঠবে তত আমজনতার মধ্যে এধরনের শত শত প্রশ্নগ্রাফের উর্ধমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। যদিও বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু রাজনীতির

ময়দানে প্রতিক্ষণে এই দেশ এই রাজ্যের তথা সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সাধনে আদৌ কোনও দল যে কতখানি আন্তরিক তা নিয়ে জনমানসে ইতিমধ্যেই বিস্তর প্রসঙ্গ উঠতে শুরু করেছে।ভারতের স্বাধীনতার পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তিতে এখনও এদেশের অসংখ্য মানুষের দু'বেলা পেট ভ'রে পুষ্টিকর খাবার জোটে না। লাখো লাখো শিক্ষিত যুবক–যুবতীর যথাযথ কর্মসংস্থান নেই। বহু মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে ঘোর আর্থিক অনিশ্চিয়তার মধ্যে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত বহু মানুষের মাথা গোঁজার মতো ওপর একটা ঠাঁই নেই। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়নের নিরিখে এখনও যথেষ্টই ঘাটতি রয়েছে। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট সহ আইন–শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এই স্বাধীন দেশের সংবিধানে অসংখ্য আইনি ধারা বলব থাকলেও দুর্ভাগ্যবশত এখনও বহু সাধারণ মানুষ তথা সম্প্রদায়কে প্রতি মুহূর্তে চরম আতঙ্ক সহ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হয়। স্বাধীনতা অর্জনের এত বছর পরেও এখনও এদেশে উচ্চবর্ণ–নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সুকৌশলে ভেদাভেদ জিইয়ে রাখা হয়েছে।এসবের জন্য দায়ী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির, যা কিনা কার্যত রাজনৈতিক দেউলিয়াপনারই নামান্তর। স্বাধীনতা অর্জনের প্রথমদিকের দু'দশক বাদ দিলে পরবর্তীকালে এদেশের প্রথমসারির একাধিক রাজনৈতিক দলগুলির দেশপ্রেম, দায়িত্বশীলতা প্রসঙ্গে মাঝেমধ্যেই জনমানসে প্রশ্ন উঠত, বিতর্কের তুফান ছুটত।এখনও সেই যে ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে, এটা অকপটে বলা যায়।এখনতো অনেকাংশেই বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষ তথা জনতা জনার্দনের কাছে দেশের তাবড় তাবড় রাজনৈতিক দলগুলির দেশপ্রেমের আড়ালে আসলি রূপ' প্রকাশ হয়ে পড়ছে।সর্বত্র দেশপ্রেমকে ঢাল করে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলছে।এসবেরই ফাঁক গ'লে মুখোশধারী নেতা–নেত্রীরা রাজনীতির মধু লুটতেই বেশি আগ্রহী। আর তাঁদের রাজনীতির ছত্রছায়ায় থাকা জনাকয়েক কেষ্টবিষ্টুও দেশের সম্পদকে দিনের পর দিন নানাভাবে শোষণ করে আর্থিকভাবে ফুলেফঁপে উঠছেন।এভাবেই কিছু মানুষ ধনী থেকে ধনকুবের হচ্ছেন, আর অন্যদিকে ছাপোষা লাখো লাখো গরিব মানুষ বাধ্য হয়েই এখনও ঘোর আর্থিক অনটনের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। স্বাধীনতার এতবছর পরেও এদেশের বিরাট অংশের অসংখ্য সাধারণ মানুষ এখনও একাধিক বঞ্চনার শিকার। অথচ একটা স্বাধীন দেশের সুষ্ঠ গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর নিরিখে এমনটাতো হওয়া অত্যন্ত বেমানানই শুধু নয়, আমজনতার সঙ্গে প্রশাসকের রীতিমতো প্রতারণা। গণতন্ত্রের অন্যতম ধারক–বাহক জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের নেতা–নেত্রীরা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার লালসায় এতটাই মত্ত হয়ে ওঠেন যে তাঁদের নেওয়া একাধিক সিদ্ধান্তে দেশ ও দশের হিতাহিতের ভাবনা সাধারণত থাকে না। ফলে যা হওয়ার সেটাই হয়। আমজনতার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া এই একটা শ্রেণীর জন্য বর্তমানে দেশের ভবিষ্যও কোণঠাসা!দেখনদারি এই শ্রেণীর মানুষগুলোর কাছে বারংবার দল বদল করাটা পোশাকআশাক পালটানোর মতোই। যদিও এভাবে তাঁরা হয়তো আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সাময়িকভাবে জায়গা করে নিতে পারেন। কিন্তু, নিজেদের চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলির কোনও পরিবর্তন না হওয়ায় তাঁরা আমজনতার মণিকোঠায় ঠাঁই পান না। ঠিক যেমন করলা পাকায় রং বদলালেও, সেই চেনা তেতো স্বাদ থাকবেই।

দেশ দেশান্তরে

চিনা জাহাজে না

প্রণব গুহ

কথা ছিল গত বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দরে পৌঁছাবে উচ্চ প্রযুক্তির চিনা গবেষণা জাহাজ 'ইউয়ান ওয়াং ৫'। ১১ থেকে ১৭ আগস্ট হাম্বানটোটা বন্দরে ডক করার কথা ছিল এই চিনা ব্যালাস্টিক ক্ষেপনাস্ত্র এবং স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং জাহাজটির।

একটি মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, ভারত দ্বীপ দেশে তার উপস্থিতি নিয়ে নিরাপত্তা উদ্বেগ প্রকাশ করার কয়েকদিন পর শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা বন্দর কর্তৃপক্ষ বলেছে যে উচ্চ প্রযুক্তির চিনা গবেষণা জাহাজটি বৃহস্পতিবার সেখানে ডক করার কথা ছিল তা নির্ধারিত সময়ে বন্দরে পৌঁছাবে না।

নিউজফার্স্ট ডট এলকে ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে এমনকি হাম্বানটোটা বন্দরের হারবার মাস্টার বলেছেন যে তার অনুমতি ছাড়া কোনো জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারবে না,

চিনা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং জাহাজ 'ইউয়ান ওয়াং ৫'–ও বৃহস্পতিবার হাম্বানটোটা বন্দরে পৌঁছাবে না।

ভারতের প্রকাশ করা নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে গত সপ্তাহে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্র মন্ত্রক বেইজিংকে 'ইউয়ান ওয়াং ৫'–এর আগমন পিছিয়ে দিতে বলেছিল। তবে এসবও জাহাজটিকে হাম্বানটোটা বন্দরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে কোনো ঘোষণা করা হয়নি।

'ইউয়ান ওয়াং ৫' ১৪ জুলাই চিন ছেড়েছে এবং এখন পর্যন্ত এটি তার রুট ধরে বন্দরে প্রবেশ করেনি। উল্লেখ্য, ১২ জুলাই, শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হাম্বানটোটা বন্দরে জাহাজের ডকিংয়ের জন্য অনুমোদন দিলেও ৮ আগস্ট মন্ত্রণালয় কলম্বোতে চিনা দূতাবাসকে একটি চিঠিতে জাহাজটির পরিকল্পিত ডকিং পিছিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল। 'ইউয়ান ওয়াং ৫' অবশ্য ততক্ষণে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করেছে। হাম্বানটোটার দক্ষিণের গভীর সমুদ্র বন্দরটি তার অবস্থানের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বন্দরটি মূলত চিনের ঋণে গড়ে উঠেছে।

নিউজফার্স্ট ডট এলকে রিপোর্টে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ইউয়ান ওয়াং ৫ শ্রীলঙ্কার জলসীমার দক্ষিণ বন্দর হাম্বানটোটা থেকে প্রায় ৬০০ নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল। জাহাজটি এখন শ্রীলঙ্কার পূর্ব দিক থেকে বঙ্গোপসাগরের দিকে মুখ করে আছে।

২০২১ সালে একটি চিনা সরকারী জরিপ জাহাজ 'জিয়াং ইয়াং হং ০৩' ভারত মহাসাগরের একই অঞ্চলে কাজ করছিল এবং সুমাত্রার পশ্চিমে একটি অনুসন্ধান প্যাটার্ন পরিচালনা করছিল। ভারত বলেছে যে তার নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর প্রভাব ফেললে যেকোনও উন্নয়নকে তারা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে।

ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি একটি চিনা জাহাজের প্রস্তাবিত সফরের রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে চাইলে নয়াদিল্লিতে বলেছিলেন, ''আমরা আগস্টে এই জাহাজের হাম্বানটোটাতে প্রস্তাবিত সফরের রিপোর্ট সম্পর্কে অবগত আছি।'' তিনি গত মাসে বলেছিলেন, সরকার সতর্কতার সাথে ভারতের নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর প্রভাব ফেলে এমন যেকোনো উন্নয়নের উপর নজরদারি করে এবং সেগুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা নেয়। নয়াদিল্লি শ্রীলঙ্কার বন্দরে যাওয়ার সময় জাহাজের ট্র্যাকিং সিস্টেমগুলি ভারতীয় স্থাপনাগুলিতে স্নুপ করার চেষ্টা করার সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

ভারত ঐতিহ্যগতভাবে ভারত মহাসাগরে চিনা সামরিক জাহাজের প্রতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে এবং অতীতে শ্রীলঙ্কার সাথে এই ধরনের সফরের প্রতিবাদ করেছে। ২০১৪ সালে কলম্বো একটি চিনা পরমাণু চালিত সাবমেরিনকে তার একটি বন্দরে ডক করার অনুমতি দেওয়ার পরে ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে সম্পর্ক টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে।

ভারতের উদ্বেগ বিশেষ করে হাম্বানটোটা বন্দরকে কেন্দ্র করে। ২০১৭ সালে কলম্বো দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরটি চিন মার্চেন্ট পোর্ট হোল্ডিংসকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ দিয়েছিল, শ্রীলঙ্কা তার ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি রাখতে অক্ষম হওয়ার পরে সামরিক উদ্দেশ্যে বন্দরটির সম্ভাব্য ব্যবহারের বিষয়ে ভয় দেখায়।

অবকাঠামোতে বিনিয়োগে চিন শ্রীলঙ্কার প্রধান ঋণদাতা। চিনা ঋণের ঋণ পুনর্গঠন একটি বেল আউটের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাথে চলমান আলোচনায় দ্বীপের সাফল্যের চাবিকাঠি হবে।

অন্যদিকে, চলমান অর্থনৈতিক সংকটে ভারত শ্রীলঙ্কার লাইফলাইন হয়েছে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতার পর থেকে এই দ্বীপ দেশটি সবচেয়ে খারাপ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণে এটি বছরের মধ্যে শ্রীলঙ্কাকে প্রায় ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রসারিত করার ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে।

ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে কিভাবে জোতদার–জমিদারদের কায়দায় বন্দর–বিমানবন্দরের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিতে হয় তা চিনের মতো আর কেই বা জানে। শ্রীলঙ্কা চিনা ঋণের ফাঁদে পড়ে হাম্বানটোটা বিমান বন্দরের সার্বভৌমত্ব হারিয়েছে। বিশ্বের ছোট ছোট দেশ এ থেকে শিক্ষা না নিলে তাদেরও যে শ্রীলঙ্কার মতো দশা হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবার চিন ঋণের জাল পাতার চেষ্টা করছে বাংলাদেশে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মন্ত্রী এ বিষয়ে সতর্কতাও জারি করেছেন। তবে তারা শেষ পর্যন্ত এই ফাঁদ এড়াতে পারবে কিনা সেটাই দেখার। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে দুর্বল করে ভারত মহাসাগরে স্থায়ী দখল নিতে চায় চিন। এটাই এখন ভারতের সবচেয়ে বড় মাথাব্যাথা।

পাঠকের কলমে

সরকারি টাকার অপচয়

অপরাধী নেতা নেত্রীদের ধরার পর তাদের আসা–যাওয়া, থাকা–খাওয়া সবই চলছে সরকারি পয়সায়। এসি গাড়িতে রক্ষীদের পাহারায় নিয়ে আসার জন্য খরচ হচ্ছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।

কেন তাদের কি সকলের সামনে দিয়ে কোমরে দড়ি পরিয়ে সাধারণ যানবাহনে আনা যায় না? এদের পেছনে মাসে কত খরচা হচ্ছে তার হিসাব পেশ করুক সরকার। এমন কি এদের চিকিৎসাতেও গলে যাচ্ছে জনসাধারণের টাকা। সমস্ত খরচ এদের সম্পত্তি থেকে আদায় করা হোক।

বিপ্লব সরকার, বেহালা

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ডাঃ হাঃ প্রেস ক্লাবের মহতী কর্মসূচি

অর্ঘ্য রায় : ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের রক্তের প্রয়োজন মেটাতে রবিবার ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের আয়োজনে রক্তদান, মরণোত্তর দেহদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এদিন ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে ব্লাড ব্যাঙ্ক ৮০ বাতেল রক্ত সংগ্রহ করে বলে জানান ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সম্পাদক নকীব উদ্দিন গাজি। তবে শুধু রক্তদান নয় এই শিবিরে মরণোত্তর দেহদানের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন অনেকেই। বেশ কয়েকজন সাংবাদিকও মরণোত্তর দেহ দানের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। পাশাপাশি এদিন ১৫ জন ব্যক্তি

মরণান্তের দেহদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হন বলে জানান ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সভাপতি কিংশুক ভট্টাচার্য। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহণ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শামিমা সেখ, ডায়মন্ড হারবারের বিধায়ক পান্নালাল হালদার, ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার ডা: সুপ্রিম সাহা, কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রণব দাস এবং অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন রক্তদান শিবির ও মরণোত্তর দেহ দান কার্যাবলীর পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠান ঘিরে গুণীজন সম্বর্ধনারও আয়োজন করা হয়। এদিন সাহিত্যিক সেকেন্দার আলি সেখ, ডাঃ ইয়ারনবী গায়েন, প্রবীণ সাংবাদিক মনোজ দে সরকার ও বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধিত করা হয়।

রক্তদান জীবন দান এই মহ বার্তাকে সামনে রেখে ভবিষ্যতে এই প্রেস কর্নার থেকে আরো অনেক সামাজিক কার্যাবলী আয়োজন করার কথা জানান ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সভাপতি কিংশুক ভট্টাচার্য ও সম্পাদক নকীব উদ্দিন গাজী।

রাখি দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচি

সুব্রত মন্ডল : সোনারপুর থানার আধিকারিক সঞ্জীব চক্রবর্তীর মহাশয় রাখি পূর্ণিমা উৎসবে সারাটা দিন বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে সময় কাটালেন। সব ধর্মের মানুষ হই হই করে রাখি উৎসবটা উপভোগ করলেন। এই মহতী উৎসবে উপস্থিত ছিলেন, সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক অরুন্ধতী (লাভলি) মৈত্র, ডিএসপি মোহিত বাবু এবং আরো অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। সঞ্জীববাবু দেখতে দেখতে সোনারপুর থানায় তিন বছর পূর্ণ করে চার বছরে পা দিলেন। সময়টা ঝড়ের বেগে চলে গেল ঝড়কে সাথে নিয়েও চলে গেল ফনি, আমফান, যশ। এর মধ্যেও দুটো নির্বাচন পার করেছেন বিধানসভা আর পুরসভা।

অনেক ঘটনা, ঘটনার– ঘনঘটা। চেষ্টা করেছেন নিজের সর্বশক্তি দিয়ে পরিষেবাটা দেওয়ার জন্য। হয়তো অনেকাংশেই বিফল তবে যতটুকু সফলতা তা সোনারপুরের

জনসাধারণের সহযোগিতার জন্যই হয়েছে, বিফলতা সমস্ত দায়ভার ওনার নিজস্ব। তবে আস্তে আস্তে উনি সোনারপুরেরই হয়ে উঠেছেন, মনে হয় যেন কতকালের চেনা জানা সোনারপুরের সঙ্গে ওনার বিপত্তারিণী মন্দিরে ঘন্টা ছ–আনি মসজিদের আজানের ধ্বনি। পাশাপাশি চলে প্রেম না হওয়া বাইপাস আর খালপাড়ের অদ্ভুত সম্পর্কের টানা পড়েন, হরিনাভি স্কুলের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস, প্রণম্য সুভাষচন্দ্রের পারিবারিক বসতবাড়ি, যা নিজে নিজেই ইতিহাস।

পাখিরালয়ের পাখিগুলো, তেমাথা মোড়ের মাথা তিনটে, লাঙলবেড়িয়ার পিকনিকের বাগান বাড়িগুলো, সোনারপুর স্টেশনের সদা ব্যস্ত ভিড় সব যেন কতকালে চেনা মনে হয়। সঞ্জীব বাবুর প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে যেন, আরো ভালোভাবে সোনারপুরবাসীকে পুলিশের পরিষেবা দিতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের খাগড়ামুড়ি অঞ্চলের আকুলাম গ্রামে জীবিকা ডেভলপমেন্ট আয়োজন করেছিল জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবন জীবিকায় তার প্রভাব শীর্ষক একটি সেমিনারের। সেমিনারে প্রায় ৫০০ জন গ্রামীন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। গ্রামের সদস্য অরবিন্দ সিং বলেন, গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জীবিকা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি দীর্ঘদিন কাজ করছে। গ্রামের মানুষদের গাছের চারা, জৈব সার, বীজধান, দিচ্ছে সোসাইটি। প্লাসটিক

মুক্ত গ্রাম গড়তে মানুষদের সচেতন করছে। এদিন প্লাস্টিক সংগ্রহ করা হয় ২০০ কেজি। জীবিকা ডেভলপমেন্ট সোসাইটি দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে সমাজসেবামূলক কাজ করছে। সংস্থার ডিরেক্টর ডালিয়া রায় বলেন, মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি নেয়। জৈব পদ্ধতিকে কিভাবে উন্নত মানের কৃষি কাজ করা যায় তারও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৮৫০ জন মহিলা তাদের কর্মসূচিতে নথিভুক্ত আছেন।

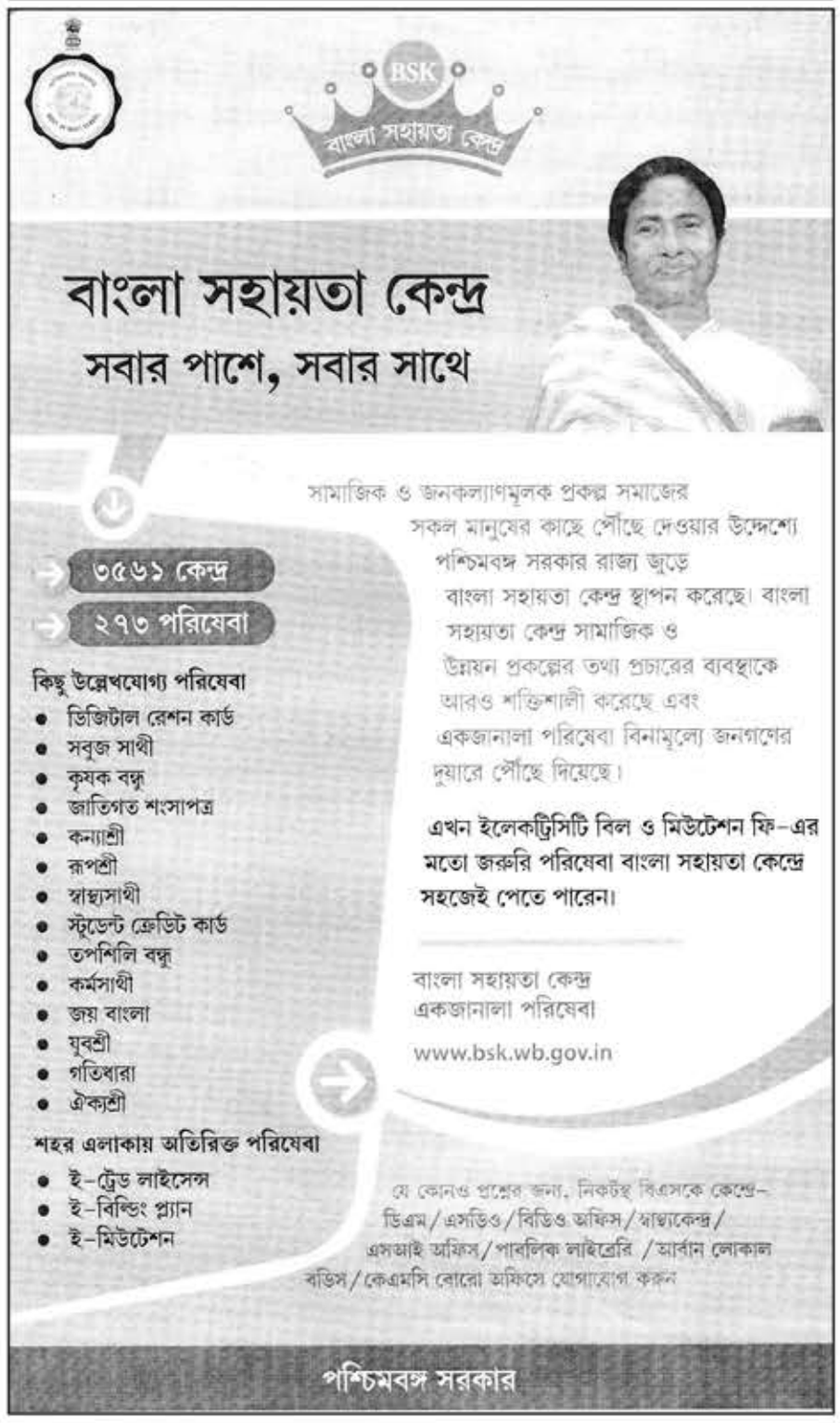

অনুগামীদের হতাশার বিপরীতে আপনমনেই নকুলদানার স্রষ্টারা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নকুলদানা, গুড়বাতাসা, চড়াম চড়াম, পাঁচন, খেলা হবে প্রভৃতি শব্দকে বাংলায় রাজনৈতিক মোড়কে পরিবেশনের মাধ্যমে যিনি রাতারাতি কার্যত ব্র্যান্ডে পরিণত করে আমজনতার ঠোঁটের ডগায় ঝুলিয়ে রেখে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন তাঁর নাম অনুব্রত ওরফে কেষ্ট মণ্ডল। বৃহস্পতিবার রাখিবন্ধন উৎসবের দিন সেই অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেফতারের ঘটনায় তাঁর অনুগামীরা বর্তমানে হতাশ হয়ে বিমর্ষ বদনে কালক্ষেপ করছেন। তবে, রাজনৈতিক ময়দানে জনপ্রিয় তত্ত্বসমূহের উক্ত উদ্ভাবকের গ্রেফতারের খবরে কিন্তু কার্যত নিরুৎসাহীই ছিলেন দূরদূরান্তের নকুলদানা, গুড়বাতাসা'র স্রষ্টারা। যদিও এই হেভিওয়েট নেতার গ্রেফতারে প্রতিপক্ষ বিজেপি, সিপিএম এদিন বিপুল উৎসাহ নিয়ে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক ময়দানে নেমে পড়ার সুযোগ হাতছাড়া করতে চায়নি। বিরোধীরা তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে কোথাও নকুলদানা কোথাও গুড়বাতাসা বিলি করেছেন আবার কোথাও চড়াম চড়াম শব্দে ঢাক বাজিয়েছেন। সামগ্রিক বিষয়ের বিবেচনায় এটুকু বলা যেতেই পারে যে, এদিনের ঘটনায় বিরোধীরা বাড়তি অক্সিজেন পেয়েই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লাগাতার সুর চড়াতে শুরু করলেন। বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের 'বেতাজ বাদশা' তথা জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গোরুপাচার মামলায় সিবিআই ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে প্রথমে আটক করে। পরে আসানসোল নিয়ে গিয়ে বেলার দিকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদিকে দেশজুড়ে রাখিবন্ধন উৎসবের দিন তাঁর গ্রেফতারের খবরে রাজ্য তথা জাতীয় রাজনীতিতে যখন তোলপাড় অবস্থা তখন কিন্তু আপনমনেই পেশায় মগ্ন রয়েছেন উত্তর চব্বিশ পরগণার হালিশহর, হাবরার নকুলদানা ও বাতাসার স্রষ্টারা। একইসঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার মানকরের বাতাসা, কদমার কারিগর আর কেতুগ্রাম–নৈহাটির ঢাকিদের স্বাভাবিক কর্মজীবনে ছন্দপতন হয়নি। বিভিন্ন প্রান্তের কৃষক পরিবারের ছেলেপুলেরাও রীতিমতো পাঁচন হাতেই সকাল–সাঁঝে মাঠেঘাটে চরে বেড়িয়েছে। তবে, এসবের মাঝে নিঃসন্দেহে ছন্দপতন ঘটে গিয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলা সহ বিভিন্ন এলাকার অসংখ্য অনুব্রত অনুগামীর দৈনন্দিন জীবনে। সকাল সকাল কেষ্ট মণ্ডলকে বোলপুরের বাড়ি থেকে আটক করার পর থেকেই তাঁর অনুগামীরা কার্যত ভেঙে পড়েন। এদিনের ঘটনায় বিভিন্ন জেলার অনুব্রত অনুগামীরা এতটাই হতাশ হয়ে পড়েছেন যে তাঁদের মধ্যে একাধিক নেতৃত্ব সংবাদমাধ্যমের ফোন কলের জবাব পর্যন্ত দিতে চাননি। অনুব্রত মণ্ডল সর্বদাই তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অত্যন্ত প্রিয়পাত্র তথা আদরের কেষ্ট রূপে পরিচিত। রাজ্যের রাজনীতিতেও তাঁকে দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী এবং প্রভাববিস্তারকারী নেতা হিসেবে চিনে আসছেন জনতা জনার্দন। রাজ্যর শাসকদলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে তাঁর এতটাই প্রভাব ও গুরুত্ব ছিল যে তিনি বহুবার বিতর্কিত মন্তব্য করেও পার পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এধরনের বিতর্কিত মন্তব্য এবং পুলিশ–প্রশাসন সহ বিরোধীদের নানাবিধ হুমকি প্রদানের ঘটনা একাধিকবার তৃণমূল কংগ্রেসকে চরম অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু, দলীয় সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদী হাত তাঁর মাথায় থাকায় কেষ্ট মণ্ডল সর্বদাই পুলিশ–প্রশাসনের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকতেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত আদরের এমন একজন দাপুটে নেতাকে যে এভাবে গ্রেফতার করা হতে পারে তা কেষ্ট অনুগামীরা দুঃস্বপ্নেও কোনওদিন কল্পনা করতে পারেননি। এদিকে এদিনের ঘটনার পর থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের বিতর্কিত তথা প্রভাবশালী তকমাধারী নেতা–কর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক শুরু হয়েছে বলে সূত্র মারফৎ জানা গিয়েছে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, গোরু পাচার, কয়লা পাচার সহ বিভিন্ন মামলায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি'র পাশাপাশি সিবিআই রাজ্যজুড়ে যেভাবে ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে তাতে শাসকদল তথা তৃণমূল কংগ্রেসের আরও অসংখ্য রাঘব বোয়াল নেতা–কর্মী খুব শীঘ্রই ধরা পড়বে বলে বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেসের দাবি। এরই পাশাপাশি মফস্বল শহর সহ গ্রামবাংলার জেটগতিতে উন্নতি করা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা–কর্মী সহ বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের ওপরেও কেন্দ্রীয় এজেন্সি নানাভাবে লক্ষ্য রেখেছে বলে বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে, দলের এই ঘোরতর সংকটের মধ্যেও সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অস্বাভাবিক রকম শান্ত ও সাবলীলভাবে চলাফেরা করতে দেখে রাজনৈতিক মহলের অনেকেই রীতিমতো অবাক। বিভিন্ন মহল অবশ্য কেন্দ্রীয় এজেন্সির এহেন তৎপরতার পিছনে তৃণমূলের কংগ্রেসেরই ঘরোয়া কোন্দলকে দায়ী করার পাশাপাশি অত্যন্ত কৌশলী রাজনৈতিক সেটিং তত্ত্বকেও খাড়া করছে।

বাইশে শ্রাবণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ আগস্ট ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস। সেই উপলক্ষ্যে গত ২২ শ্রাবণ রবীন্দ্রস্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। ওই দিন আলিপুরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা,

অতিরিক্ত জেলা শাসক (উন্নয়ন) শঙ্খ সাঁতরা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিভিন্ন শিল্পী ও বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা। সঙ্গীতে কল্যাণ দাস, পৃথা দে, সুরভী মুখার্জী এবং আবৃত্তিতে কুনাল মালিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সামগ্রিক ভাবে বাইশে শ্রাবণ অনুষ্ঠানটি সার্থক হয়ে ওঠে।

রাখী বন্ধন উৎসব ও সংস্কৃতি দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে এবং বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় গত ১১ আগস্ট রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি দিবস উদযাপিত হল। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী কল্যাণ দাস। উপস্থিত ছিলেন বিডিও নবকুমার দাস, সভাপতি রীতা মিত্র, নোদাখালী থাপার আইসি পার্থসারথী ঘোষ, সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, ব্লক যুব আধিকারিক, জেলা পরিষদের সদস্য ও সদস্যা যথাক্রমে সেখ বাপী, শিখা রায় প্রমুখ। অতিথিদের হাতে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা রাখী বেঁধে দেন। রাখীবন্ধনের প্রাসঙ্গিকতা

নিয়ে আলোচনা সভার পর বিডিও মোড়ে পথ চলতি মানুষদেরও রাখী পরিয়ে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক।

সাউন্ড–লাইট অ্যাসোসিয়েশনের সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি নন্দকুমারপুর আমরা সবাই ক্লাবে রায়দিঘি সাউন্ড অ্যান্ড লাইট ওনার অ্যাসোসিয়েশন এক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন রায়দিঘি থানার অফিসার বিপ্লব সাহা, সংগঠনের সভাপতি সুজন বিক্রম, সম্পাদক শঙ্কর পাত্র। জেলা সভাপতি হাবিবুর রহমান প্রমুখ। জেলা সংগঠনের সম্পাদক অসিত রঞ্জন ঘোষ বলেন, বাইরে

থেকে ডিজে ভাড়া করে বাজানো হচ্ছে, অথচ আমাদের নিষেধ করা হচ্ছে। প্রশাসনকে এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। পুজোর আগে যেসব পূজা কমিটির বকেয়া আছে তা মেটাতে হবে। রাত ১০টার পর কোনো সাউন্ড বাজাবে না। বিদ্যুতের পারমিশনের কপি জমা দিতে হবে। সেলোটেপ দিয়ে কাজ করতে হবে। ৭ ফুট উচ্চতায় আলো লাগাতে হবে। সাবধানতা মেনে কাজ করতে হবে।

গুড় বাতাসা নিয়ে বিজেপির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ আগস্ট বীরভূমের অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্টকে সিবিআই গ্রেপ্তার করতেই রাজ্য জুড়ে বিজেপির অভিনব মিছিল শুরু হয়। একদা 'কেষ্টর' সৃষ্টি গুড় বাতাসা, নকুলদানা, চড়াম চড়াম বাক্যবাণকে হাতিয়ার করে বিরোধীরা রাস্তায় নেমে পড়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাতগাছিয়া বিধানসভার বাখরা হাটে বিজেপি শিবির ও অভিনব মিছিল করে। ঢাক বাজিয়ে মানুষদের বাতাসাও নকুল দানা খাওয়ান। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা কনভেনর নিতিশ মণ্ডল,

সহসভাপতি সুফল ঘাঁটু, জেলা নেতা অখিল মান্না, বিজয় সিংহ মণ্ডল, সভাপতি পিন্টু সিংহসহ কয়েকশ কর্মী। জেলা বিজেপির সহসভাপতি সুফল ঘাঁটু বলেন, একদা পুলিশকে বোমা মারা নিদান দেওয়া গরু চোর অনুব্রত মণ্ডলকে সিবিআই গ্রেফতার করেছে এরজন্য সিবিআইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেই সঙ্গে কেষ্টর কঠোরতম শাস্তি চাইছি।

আর্সেনিক মুক্ত জল প্রকল্প

প্রথম পাতার পর

তবে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের মন্ত্রী পুলক রায় অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী বলেন, আমি কথা দিয়েছিলাম কথা রাখলাম। ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সকলের গরে ঘরে জল পৌঁছে যাবে। যদি কেউ কাজে বাধা দেয় তাহলে পুলিশকে বলছি তার বিরুদ্ধে সুয়ো মোটো কেস করে জেল ঢুকিয়ে দিন। যারা আমাকে ভোট দেয়নি তাদের আগে জলের সুযোগ দিন, তারপর যারা ভোট দিয়েছেন তারা তো পাবেনই। সাংসদ বলেন, ২১এর বিধান সভায় বিজেপি হেরে যাবার পর এ রাজ্যের বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। ওরা বলে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস', কিন্তু বাস্তবে ওই কাজটা আমরা করে দেখাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, আমি সাংসদ থাকি বা না থাকি, কিংবা বেঁচে থাকি, বা মারা যাই, আগামী ৩০ বছর ডাঃ হারবার লোকসভা কেন্দ্রের পানীয় জলের সমস্যা থাকবে না। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী বলেন আপনাদের যা সমস্যা আছে সরাসরি আমাকে জানান, আমার হেল্প লাইনে ফোন করুন। জনগণ আর আমার মাঝে কেউ নেই। আমি সাধ্য মতো সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব।

গ্রামে ডেপুটি স্পিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মল্লারপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের বাড়ি পারকান্দি গ্রামে গেলেন বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা রামপুরহাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস ব্যানার্জী। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সিপিআইএম পলিটব্যুরো সদস্য রামচন্দ্র ডোম, জেলা নেতৃত্ব গৌতম ঘোষ, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, সঞ্জীব বর্মনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল গ্রামে গিয়ে স্বজনহারা পরিবারগুলোর সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ রানিগঞ্জ মোড়গ্রাম ষাটনম্বর জাতীয় সড়কে মল্লারপুর থানার কাছে মেটেলডাঙাল গ্রামের তেলডা ব্রিজের কাছে কুশমোড় থেকে সিউড়িগামী দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সরকারি বাসের সঙ্গে অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোচালক সহ ৯ জনের মৃত্যু হয়। মৃত আট আদিবাসী মহিলার বাড়ি রামপুরহাট একনং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পারকান্দি গ্রামে।

মল্লারপুরে মৃত ৯

অভীক মিত্র : রানিগঞ্জ মোড়গ্রাম ষাট নম্বর জাতীয় সড়কে মল্লারপুর থানার কাছে মেটেলডাঙাল গ্রামের তেলডা ব্রিজের কাছে মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সরকারি বাসের সঙ্গে অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোচালক সহ নয়জনের মৃত্যু হয়। সকলেই অটোযাত্রী। তাদের মধ্যে আটজন আদিবাসী মহিলা। মৃত আট আদিবাসী মহিলার বাড়ি রামপুরহাট এক নং ব্লকের কাষ্ঠগড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পারকান্দি গ্রামে। দুর্ঘটনার জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, ধান পুঁতে অটো করে পারকান্দি গ্রামে ফিরছিল আট আদিবাসী মহিলা। কুশমোড় থেকে সিউড়ি যাচ্ছিল সরকারি বাসটি। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষজন উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। আহতদের রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় চিকিৎসার জন্য। রামপুরহাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। মৃতরা হলো – সীতারাম হেমব্রম (৩০), জ্যোৎস্নামতি হেমব্রম (৫০), হোপেনকুরি বেস্তা (৩০), হোপেন হেমব্রম (২৬), পাকার হেমব্রম (২০), সালোদী হেমব্রম (৪৫), সাকিলা হেমব্রম (৫৪), বাসান্তী সোরেন (৪০)। দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে অটোটি। রামপুরহাট হাসপাতালে যান জেলাশাসক বিধান রায়, স্থানীয় বিধায়ক আশিষ ব্যানার্জি এবং বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার নগেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী। মল্লারপুরে দুর্ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে দুই লাখ ও আহতদের পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রধানমন্ত্রী তহবিল থেকে দেওয়ার কথা মঙ্গলবার রাতে ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রতারিত রাকিবুল

অভীক মিত্র : দিনদিন জনপ্রিয় হচ্ছে অনলাইন কেনাকাটা। এখন বাড়িতে বসেই গ্রাহকরা যে কোনো প্রোডাক্ট কিনে নিতে পারেন অনলাইন থেকে। অনেকেই ব্যস্ততার কারণে সময় বাঁচাতে বা অতিসহজে প্রোডাক্ট ডেলিভারি হওয়ার জন্য অনলাইন কেনাকাটাতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ফাঁদ পেতে বসে আছে কিছু প্রতারণা চক্র। অনেকে সেই ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারাচ্ছেন। নলহাটি শহরের এক ব্যক্তি অনলাইনে একটি বেসরকারি সংস্থায় একটি প্রোডাক্ট কিনে প্রতারিত হলো এমনি অভিযোগ করেন। প্রতারিত ব্যক্তির নাম রাকিবুল হাসান বাড়ি নলহাটি পুরসভার ১৪নং ওয়ার্ড করিমপুরে। রাকিবুল হাসান বলেন, অনলাইনে একটি প্রোডাক্ট বুক করেন কিছুদিন আগে। ৮ আগস্ট প্রোডাক্ট আসে ঠিক সেই সময়ে বাড়িতে রাকিবুল ছিল না। রাকিবুলের মা প্রোডাক্টটি গ্রহণ করেন ডেলিভারি বয়ের কাছে। ওই প্রোডাক্টের জন্য পেমেন্ট করেন এগারোশত টাকা। রাকিবুল বাড়ি ফিরে প্যাকেটটি খুলে দেখে প্যাকেটের মধ্যে কোনো প্রোডাক্ট নাই খালি বক্স পড়ে আছে। এই দেখে রাকিবুলের মাথায় হাত। ডেলিভারি বয়কে ফোন করতে তিনি বলেন কাস্টমার কেয়ারে ফোন করুন। কিন্তু কাস্টমার কেয়ার নম্বর বন্ধ।

সংগ্রামী পরিবারকে সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৫ আগস্ট দেশের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস। তাই সেই উপলক্ষে সারা দেশে পালিত হচ্ছে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'। এর অঙ্গ হিসেবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে দেশের স্টেশনগুলি। আগামী পনেরো অগাস্টকে সামনে রেখে রেল পুলিশের পক্ষ থেকে পাঁচই আগস্ট বিকেলে জাতীয় সংগ্রামী পরিবারগুলোকে সম্মাননা জানালো নলহাটি রেল পুলিশ। এলইডি স্ক্রিনে রেলের সমস্ত ধরণের ভিডিও দেখানো হয়। তাছাড়া রেলের নিজস্ব ব্যান্ড পার্টি ছিল। এএসসি ধর্মেন্দ্র কুমার, নলহাটি রেল ইন্সপেক্টর ইনচার্জ শাকেলদেব কুমার, এসিস্টেন্ট সাব ইন্সপেক্টর সত্যেন্দ্রকুমার সিং সহ আরো আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মহানগরে

সমাধানের পথে বিপজ্জনক বাড়ির সমস্যা

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুর এলাকাস্থিত কঙ্কালসার বিপজ্জনক বাড়ির ভাড়াটিয়া ও সাব টেন্যান্টদের নাম ও ঠিকানা নথিভুক্ত করে পুর

সম্পত্তি কর দফতরকে পাঠাচ্ছে পুর বিল্ডিং দফতর। এবার কলকাতা পুর এলাকার বিপজ্জনক বাড়ির ভাড়াটিয়াদের অধিকার সুরক্ষিত করে কলকাতাস্থিত বিপজ্জনক বাড়িগুলি ভেঙে সেখানে নতুন বাড়ি তৈরি করে পূর্বেই নথিভুক্ত পুর সম্পত্তি কর দফতর থেকে নাম ও ঠিকানা ধরে ভাড়াটিয়াদের অধিকারস্থিত ওই বাড়িতে আবার ফিরিয়ে আনা হবে। একবার ঘর ছাড়লে আর ফিরে পাবো না, এই ভয়ে বিপদ আসন্ন জেনেও জরাজীর্ণ বিপজ্জনক বাড়ির ভাড়াটিয়ারা সেইখানে বসবাস করছেন। আর এই বর্ষায় ওই বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যুও হচ্ছে। মানবাধিকার কারণে পুরসভাও বিপজ্জনক বাড়ি থেকে বাসিন্দাদের জোর করে ভাড়াটিয়াকে নিয়ে। তারা ঘর ছাড়তে রাজি নন। এই অরাজিদের রাজি করাতেই ভাড়াটিয়াদের সুরক্ষার লিখিত আশ্বাস দিচ্ছে কলকাতা পুরসভা সম্পত্তি কর দফতর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভার ১ নম্বর বরোর ১ থেকে ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিপজ্জনক বাড়ির ভাড়াটিয়াদের নাম ও ঠিকানা নথিভুক্তকরণের কাজ পুরসভার বিল্ডিং দফতর শুরু করেছে। কলকাতায় সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে ৪ নম্বর বরোর ১০ টি ওয়ার্ডে এবং ৫ নম্বর বরোর ১১ টি ওয়ার্ডে। প্রায় ১৫০ টি কঙ্কালসার বিপজ্জনক বাড়ি এই বর্ষায় যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বাতিল নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সাধারণত বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাদের নামে হয়েছে। কিন্তু সেই মহিলা মারা গেলে কার্ডটির কী পরিণতি হবে? এবিষয়ে কলকাতা পুরসভার সমাজকল্যাণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ছাপা উপভোক্তার মৃত্যু হলেও সেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চালু থাকবে। এবং যতজন উপভোক্তা জীবিত আছেন, তারা প্রত্যেকেই এই কার্ডের দ্বারা বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। প্রধান উপভোক্তার নাম পরিবর্তনের জন্য জীবিত উপভোক্তাদের মধ্যে, যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ বা বয়োজ্যেষ্ঠা

তিনি নিজের আধার কার্ড ও পূর্বতন উপভোক্তার মৃত্যুর শংসাপত্রের অনুলিপিসহ সমাজকল্যাণ ও দারিদ্র্য দূরীকরণ দফতরে আবেদন করতে পারেন।

দ্বৈতকরের অবসানে একটাই কর বেহালায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসভার অন্তর্ভুক্ত সংযুক্ত কলকাতার বাসিন্দাদের সংযুক্তিকরণের ৩৮ বছর পরও দু'ধরণের কর দিতে হচ্ছে। পূর্বেকার বিএল অ্যান্ড এলআরও দফতরের মোটা অঙ্কের ভূমি খাজনা আর কলকাতা পুরসভার সংযুক্তিকরণের পর আরও মোটা অঙ্কের সম্পত্তি কর অর্থাৎ একজন সংযুক্ত কলকাতাবাসীকে অকল্পনীয় ভাবে দীর্ঘ প্রায় চার দশক যাবৎ মোটা অঙ্কের দ্বৈত কর, একটা রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরকে ও আর একটি হল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসককে কর প্রদান করতে হচ্ছে। এই সংযুক্ত কলকাতাবাসীদের দুধরনের কর দেওয়া থেকে মুক্ত করার প্রস্তাব ২৩ জুলাই পুর অধিবেশনে উত্থাপন করে বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত পুরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায় ওই এলাকার নাগরিকদের মোটা অঙ্কের খাজনা দেওয়া থেকে রেহাই দিয়ে শুধুমাত্র কলকাতা পুরসভা থেকে ধার্য

সম্পত্তি কর নেওয়ার আবেদন জানান।

এই প্রস্তাবের উত্তরে কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুরসভা সম্পত্তি কর অর্থাৎ প্রপার্টি ট্যাক্স নেয়। আর ব্লক ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রেভিনিউ অফিসারে'র তরফে জমির খাজনা নেওয়া হয়। অ্যাডেড এরিয়া গুলো যেহেতু এটা কলকাতা পুর নিগম আইন, ১৯৮০ যখন তৈরি হয়েছিল, তখন এই অ্যাক্টের আওতায় এই অ্যাডেড এরিয়া গুলো আসেনি। সেগুলি তখন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসকের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেখানে আমাদের যে খাজনাটা দেওয়া হয়, সেই খাজনাটা দেওয়া হত। পরবর্তী কালে এটা নিয়ে আমি আমাদের মন্ত্রিসভায় এটা তুলেছিলাম, যে কলকাতা পুর এলাকায়, যেমন মানুষ বসবাস করলে একটা কর দেবে। আর বাইরে থাকলে যেমন – অ্যাডেড এরিয়ায় থাকলে, যেটা বর্তমানে কলকাতা পুর এলাকার অন্তর্ভুক্ত, সেখানকার মানুষ কেন একটা খাজনা দেবে আবার কেন একটা সম্পত্তি কর দেবে? এটা নিয়ে আমি রাজ্যের ভূমি দফতরের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ওদের অর্থাৎ রাজ্যের ভূমি দফতরের একটা যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু এই এলাকার জুরিসডিকশন এখনও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যদিও এলাকাটা কলকাতা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে কিন্তু জুরিসডিকশন এখনও ডিএম-এর নিয়ন্ত্রণে রয়ে গিয়েছে। তা-ই এখনও খাজনাটা রয়েছে। এটা নিয়ে আমি মন্ত্রিসভায় একটা প্রস্তাব রেখেছিলাম যে, এই ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের অ্যামেন্ডমেন্ট'টাকে করে দিয়ে যদি এটাকে কলকাতা পুর নিগম আইনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে একটা ট্যাক্স দেবে আবার একটা খাজনা দেবে। এটা হবে না। তবে একটা জিনিস তাতে কিন্তু যদি কলকাতার অ্যাক্টে ঢোকানো হয়, তাহলে এখানের প্রপার্টি ট্যাক্সের পরিমাণটাও অনেক বেড়ে যাবে। এটা এখন আলোচনা চলছে। আশা করি, দেখি ভবিষ্যতে এটা ঠিক হয়ে যাবে।

দাবিদারহীন বাড়ির হাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকায় দেখা যায়, বেশ কিছু বাড়ি ঘর বহুবছর যাবৎ দাবিদারহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কলকাতা পুরসভার মাথাব্যথা এইসব বাড়ির অধিকাংশ ভগ্নপ্রায় এবং বর্তমানে স্থানীয় সমাজবিরোধী দুষ্কৃতীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হচ্ছে। বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত পুরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায় ২৩ জুলাই পুর মাসিক অধিবেশনে তার ওয়ার্ডস্থিত নির্দিষ্ট দু'টি ঠিকানা : ক) ৩/২, বীরেন রায় রোড (পূর্ব), কলকাতা – ৮, খ) ৭এ, বীরেন রায় রোড (পূর্ব), কলকাতা – ৮ উল্লেখ করে পুর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব রাখেন, কলকাতা পুরসভার উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে এই দাবিদারহীন বাড়িঘর গুলিতে দ্রুত অধিগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন পুর-পরিষেবা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রস্তাবের উত্তরে কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমরা স্থানীয় ঠাকুরপুকুর – মহেশতলা ব্লকের বিএলঅ্যান্ডএল আর ও – র সঙ্গে এবং রাজ্যের ল্যান্ড অ্যান্ড রিফর্মস ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যৌথ রূপে এটাতে একটা ইন্সপেকশন করতে হবে। এর মালিকানাকে দেখতে এই ঠিকানাস্থিত বাড়ি দু'টি পরিদর্শন করতে হবে'। মহানাগরিক আরও বলেন, আমি এটা সার্ভে ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যৌথ পরিদর্শন করে পদক্ষেপ গ্রহণ করার আমরা তা করবো' বলে মহানাগরিক জানান।

বাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার নিয়মে তো?

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকার ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে যত্রতত্র বাড়ির ছাদে মোবাইল কোম্পানির সুউচ্চ টাওয়ার বসানো সংক্রান্ত নিয়মনীতি কী আছে? এই সংক্রান্ত অনুমতি পুরসভার কোন্ দফতর প্রদান করে থাকে? কলকাতা পুরসভার বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের নবাগত পুরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা পুর এলাকার বাড়ির ছাদে মোবাইল টাওয়ার বসানো হয়, কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং দফতরের অধীনে। যার সার্কুলার নম্বর : ৭/১৯১৩ – '১৪ তারিখ অনুযায়ী। এই সংক্রান্ত অনুমতি পুরসভার বিল্ডিং দফতর প্রদান করে থাকে। কিন্তু তার সঙ্গে যে কোম্পানি টাওয়ারটি বসাচ্ছে, সেই কোম্পানির লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ডট – কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের লাইসেন্স কলকাতা পুরসভায় কলকাতা পুরসভায় পেশ করতে হবে।

যদি টাওয়ারটি ১৫.৫ মিটারের ওপরে হয়, তাহলে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমোদন এবং রাজ্য অগ্নি নির্বাপণ দফতরের অনুমোদন দরকার এবং যে বাড়ির ছাদে টাওয়ারটি বসানো হচ্ছে, যে বাড়ির স্ট্রাকচারাল স্টেবিলিটি এবং সয়েল টেস্ট রিপোর্ট কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং দফতর নিয়ে থাকে। এবং বাড়ির মালিকের সম্মতিপত্র জমা দিলে তবেই বিল্ডিং দফতর অনুমতি বর্তমানে দিচ্ছে।

মহানাগরিক আরও জানান, কিন্তু একটা সময় দেখা গিয়েছিল যে, কলকাতায় মোবাইল টাওয়ার যত্রতত্র গড়ে উঠেছে। মোবাইল কোম্পানি বা কোম্পানির এজেন্সি তারা বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলে কলকাতা পুরসভার নিয়মনীতিকে অমান্য করে মোবাইল টাওয়ার বসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ২০১৩ – '১৪ সালে যখন জিও এলো তখন একটি মিটিং – এ এই ডকুমেন্টগুলি নিয়ে ইতিমধ্যে বসানো অবৈধ মোবাইল টাওয়ারকে পুরসভা অ্যাসেসমেন্টের বেসিসে ১ লক্ষ টাকা করে চার্জ করে রেগিউলারাইজ করে দেওয়া হয়। তাই এখন মোবাইল টাওয়ার বসাতে গেলে এই কাগজপত্র গুলি আগে পুর বিল্ডিং দফতরে জমা করতে হবে। তা না হলে পুরসভা সে টাওয়ারকে খুলে দেবে।

লেন্স বার্তা

বৃষ্টির মধ্যে চলছে পিচের রাস্তা সারাই, এ কেমন কাজ রাজারহাটে!

গলি হোক বা রাস্তা, সর্বদা এগিয়ে অটো।

বিষ মিশছে বাতাসে, উত্তরপাড়ায়।

তোড়জোড়ে ব্যস্ত চাউম্যান। ছবি : অভিজিৎ কর

এখানে ওখানে

খুঁটি পুজোর মাধ্যমেই দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ল। রবিবার ৭ আগস্ট বাঁশদ্রোণী পার্ক অ্যাসোসিয়েশনের দুর্গাপুজো ৬৫ বছরে পদার্পণ করল। এদিন সকালে দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজো দিয়ে শুভ সূচনা হল। এই মহৎ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুজোর উদ্যোক্তা ও সমাজসেবী তথা ক্লাবের সহ সভাপতি রাজু সরকার, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট দীপঙ্কর চ্যাটার্জী, সেক্রেটারি প্রাণ কুমার বসু, ১১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গোপাল রায় প্রমুখ বিশিষ্টরা। এছাড়া ছিলেন ভারতীয় ফুটবল দলের মোহনবাগানের প্রাক্তন মিডফিল্ডার বাসুদেব মণ্ডল, গোলকিপার দিলীপ পাল । পুজোর বিশেষত্ব হল সাবেকি প্রতিমা। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হচ্ছে প্রতিমা, পুজোর কটা দিন এক ঝাঁক সঙ্গীত শিল্পীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। ছবি : অরুণ লোধ

কালীঘাটের প্রাচীন এক ক্লাবে দুর্গাপুজোর সূচনা উপলক্ষ্যে খুঁটি পুজো অনুষ্ঠিত হলো। মনোতোষ স্মৃতি সংঘের এ দিনের অনুষ্ঠানে এক অভিনবত্বের ছোঁয়া পেয়েছিল সদস্যদের পরিকল্পনায়। স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা সহ স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলেন তারা। রক্তদান উৎসবের সাথে সাথে তারা উৎসবের সূচনা করলেন বলে জানান ক্লাবের সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশিস কুমার, মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম, পুর প্রতিনিধি প্রবীর মুখার্জী, সিপিআই নেত্রী মধুমিতা পণ্ডা, এলাকার শিক্ষক কল্যাণেশ্বর ইন্দু সহ এলাকার অন্যান্য বিদগ্ধ জনেরা।

মা দুর্গা বহন করেন লেক গার্ডেন্স থেকে তারকেশ্বর রবিবার (৭ আগস্ট) কলকাতার ৯৪ নম্বর ওয়ার্ডের লেক গার্ডেন্স ৫২ নম্বর গোবিন্দপুর রোড থেকে তারকেশ্বরে জল ঢালতে যান সেখানকার স্থানীয় যুবকরা। নেতৃত্বে থাকেন চন্দন স্বর্ণকার। অভিনব ভাবে পায়ে হেঁটে মা দুর্গার মূর্তি কাঁধে নিয়ে হাঁফিয়ে বসে পড়েছেন বৈদ্যবাটি চৌমাথার নিকট পদ্মাবতী কলোনির রাস্তায়। যাবেন সকলেই ভোলে বাবার মন্দির দর্শন করতে।

ছবি : শ্যামল চক্রবর্তী

রবিবার লাখো লাখো মানুষ বৈদ্যবাটি নিমাই তীর্থ গঙ্গার ঘাটে স্নান করে তারকেশ্বরে শিব মন্দিরে জল ঢালতে চলেছেন।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষ্যে সারা দেশ জুড়ে চলছে দেশমাতৃকাকে কুর্নিশ জানাতে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি। নেহেরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার পক্ষ থেকেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে পতাকা উপহার দিয়ে এই কর্মসূচি পালন করছে সকল ন্যাশনাল ইয়ুথ ভলেন্টিয়াররা। ১৩, ১৪ ও ১৫ অগাস্ট ক্যুইজ সেমিনার এবং পদযাত্রার মাধ্যমে পালন করা হবে ৭৫-এর স্বাধীনতা দিবস।

সমাজসেবক ইরাজ সংস্থার ভাণ্ডারা

চুঁচুড়া সমাজ সেবামূলক ইরাজ সংস্থার উদ্যোগে শ্রাবণী মেলায় বৈদ্যবাটি চৌমাথার কাছে পদ্মাবতী কলোনি এলাকায় রবিবার ৭ আগস্ট তারকেশ্বরে শিব মন্দিরে জল ঢালতে জলছত্র যাত্রীদের জন্য ভাণ্ডারা উৎসব করল। ওই দিন সকাল থেকে সারা রাত পাঁচ হাজারের বেশি তীর্থযাত্রীদের এলাহী খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে। সংস্থার সমাজসেবী কর্ণধার তথা সম্পাদক দেবাশিষ যশ

বলেন, দু'বছর ভয়ংকর করোনা পরিস্থিতির জেরে সব কিছুই বন্ধ ছিল। পুনরায় এবার সারা দেশেই পুণ্যার্থীদের আগমন ঘটেছে। তাই তাদের ভাণ্ডারা দিয়ে পুণ্য করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সেবা মঞ্চ শিবির উদ্বোধন করেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার, সপ্তগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, কর্মকর্তা স্পন্দন যশ প্রণব মুখোপাধ্যায় (পল্টু), চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন, চৈতালি যশ। এই ইরাড সংস্থা বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে সারাবছর যুক্ত থাকেন।

তথ্য : মলয় সুর

বিনা ওষুধে রোগ সারান

পাঁজর ব্যথা

পাঁজরে ব্যথা হলে দেখতে হবে কোন পাঁজরে ব্যথা হচ্ছে। ওই পাঁজরের উৎপত্তি স্থল অর্থাৎ মেরুদণ্ডের কোন জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে তা জেনে নিন। ওই উৎপত্তি স্থলে চাপ দিলে ব্যথা পাওয়া যাবে। ওই ব্যথার উপর চাপ দিয়ে আকুপ্রেসার করলে রোগের উপশম হবে। এছাড়া হাতের ৯ নম্বর ও ডানের ৯ নম্বর পয়েন্ট যে অংশে ব্যথা পাবেন তাতে আকুপ্রেসার করুন। একটা আকু করনা পায়ের পাতায় গড়াগড়ি দিয়েও ব্যথার উপশম করা যায়। পায়ের তলায় যে অংশটি মাটি স্পর্শ করে না, ওই খাজে আকু করনা দিয়ে গড়ান।

এটি নিয়মিত করলে পাঁজরের ব্যথা দূর হবে। তবে হাড়ের কোনও সমস্যা থাকলে এতে ব্যথা কিছুটা কম হলেও সম্পূর্ণ দূর হবে না। মনে রাখবেন আকুপ্রেসারে হাড়ের সমস্যা নিবারিত হবে না। নার্ভ জাতীয় যে কোনও সমস্যা সমাধানে আকুপ্রেসার অদ্বিতীয়। সহজেই রোগ নিবারণে আকুপ্রেসার শিখুন।

বিনা ওষুধে বহু রোগ নিবারিত হবে। সুস্থ লোক আকু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো নিয়মিত অল্প বিস্তর আকুপ্রেসার করলে দীর্ঘদিন নীরোগ শরীরে বাঁচতে পারবেন। ছোটবেলা থেকে আকুপ্রেসারের চর্চা করলে সুস্থ বলবান, বীর্যবান হয়ে দেশের ও দশের কাজ করে দেশকে উন্নতির পথে টেনে নিয়ে যাবেন।

কুঁজোর সোজা হওয়া

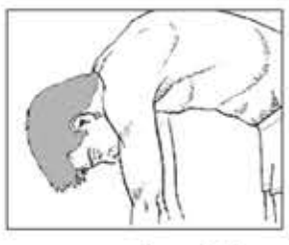

বয়সের ভারে কিংবা দীর্ঘদিনের রোগভোগে অনেক সময় মানুষের মেরুদণ্ড সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সোজা হয়ে বসা বা দাঁড়ানো খুব কষ্টের। এ ক্ষেত্রে দুহাতের কড়ে এবং অনামিকা আঙুলের মাথা এক লেভেলে রেখে বুড়ো আঙুলের মাথা দিয়ে চেপে ধরুন। এরপর সম্পূর্ণ তিন আঙুলে ধরে হাত দুটি মাটির দিকে মুখ করে ঘুরিয়ে অভিকর্ষণের যান অনুভব করতে দিন। নিয়মিত এটা করতে করতে কুঁজো মানুষের সোজা হবার প্রবণতা বাড়বে।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

বাতিঘর একটি উজ্জ্বল উপস্থাপনা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

বিগত ২ আগস্ট ২০২২ তপন থিয়েটারে রানীকুঠি আঙ্গিক প্রযোজিত, প্রশান্ত মজুমদার নির্দেশিত ও অভিনিত নাটক 'বাতিঘর' অভিনিত হল। নাটকটি নির্দেশক সুশান্ত মজুমদার (বাবুয়া) রচিত মনস্তাত্ত্বিক রচনা। সমাজে বার্তাটি অতি মূল্যবান। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কটা আসলে কী। এটা আসলে কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে। না কি সম্পর্কগুলো শুধুমাত্র রহস্যের জালে আবর্তিত হয়। যার কোনও ফলিত রূপরেখা হয় না।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটাও কোন সূত্রে বাধা বা আদৌ কোনও সূত্রে বাধা আছে কী? যদি থাকে সেটা কি শুধুই প্রেম নামক এক অমূল্য বস্তুর অস্তিত্ব যা পরস্পরকে কাছে টানে। অনেকে আবার বলেন- ওসব প্রেমটেম কিচ্ছু নয়, শারীরিক আকর্ষণটাই দুজনকে একটা বৃন্তে বেঁধে রাখে, কিন্তু সেটা কতদিনের জন্য তা কেউ বলতে পারে না। পণ্ডিতরা আবার বলেন, ভালবাসা-বিশ্বাস-ত্যাগ-শ্রদ্ধা এগুলোই মানসিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। পরস্পরকে ভাল লাগে, তারপর ভালবাসার জন্ম নেয়, পরিশেষে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। যদিও সব প্রেম বা ভালবাসা পরিণতি পায়ও না। বিবাহে পরিণতি না পেলেও সব প্রেম বা ভালোবাসা মিটে যায় না বা সব ভালোবাসার মৃত্যু ঘটে না। কারণ মনুষ্য জীবন সব সময় সরল রেখায় চলে না। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন আজকের এই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এসবের প্রয়োজনীয়তা

নাটক

আছে? বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি স্ত্রী শুধুমাত্র শয্যাসঙ্গিনী নয়, আরও অনেক কিছু।

একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, বলুন তো 'স্ত্রী' আপনার কে, বা কী? প্রশ্নটা যদিও একটু কেমন কেমন ধরনের মনে হতে পারে, আমি তাকে উত্তর দিয়েছিলাম আপনিই বলুন স্ত্রী আমার কী নয়? এক কথায় সব কিছু। বাৎসল্য-শান্ত-দাস্য-সখ্য ও মধুর এই পঞ্চগুণের কথা নাই বা উচ্চারণ করলাম। ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন শুধু। কাহিনীতে আমরা পাই একটা লঞ্চ ডুবিতে দুজন মানুষ কোন রকমে একটা প্রায় পরিত্যজ্য বাতিঘরে আশ্রয় নেয়। তাপস বোস এবং বিক্রম চৌধুরী। তাপস স্ত্রী পুত্র কন্যার কোন সন্ধান পায় না, তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে তার এখনো অজানা। তবে মনে করছে ওরা আর বেঁচে নেই। বিক্রম একা। বিয়ে থাক করেনি। দুজনের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলতে চলতে একসময় তাপস বিক্রমের ব্যর্থ প্রেমের কথা শুনেই যেন একটু চঞ্চল হয়ে তার সব কথা শুনতে চায়। তাপস কিন্তু বিবাহিত জীবনে সুখী দম্পতি নয়। কারণ ওর স্ত্রী মালবিকা ওকে একরকম ঠকিয়ে গর্ভবতী অবস্থায় বিয়ে করেছিল। কিছুদিন পরে ওর আর একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয় অনেকটা জৈবিক কারণে। কিন্তু পুত্র জন্মের সন্দেহ করে ও ডিএনএ টেস্ট করিয়ে জানতে পারে তার সন্দেহ ঠিক। পুত্রসন্তানটি অন্য কারো। মালবিকার একটা অতীত আছে সেটা যেদিন জানতে পারলো সেদিন থেকে ওদের দাম্পত্য সম্পর্কে বহু ফাটল ধরে গিয়েছিল।

যা হোক বিক্রমের কথা শুনতেই তাপস বিক্রমের কাহিনী নিজেই শেষ করে দেয়। বিক্রম অবাক হয়। এবার তাপস তার গুপ্ত পকেট থেকে বিভলবার বের করে বিক্রমের দিকে তাক করে, বিক্রম ভয় পেয়ে কাতর অনুরোধ করে বন্দুকটা নামাতে। ভয়ে বিস্ময়ে বিক্রম একেবারে কাঁপতে থাকে। কিন্তু সেই চরম মুহূর্তে মালবিকা এসে এরকম ধাক্কা দিয়ে তাপসকে সরিয়ে দেয়। বিক্রম বলে ওঠে অনসূয়া! আসলে বিক্রম কথায় কথায় বলেছিল আজকের এই লঞ্চে যাত্রায় ও ওর প্রেমিকাকে দেখেছিল। কিন্তু কোন আলাপ করেনি। তাপস সব বুঝতে পেরেছিল বিক্রমই তার স্ত্রীর অতীত। এদিকে ধাক্কা খেয়ে তাপস মাটিতে পড়ে যায়। একটু চোট ও লাগে। মালবিকাকে দেখে একটু ঘাবড়িয়ে ও যায়, তারপর বিশ্রাম নেবার জন্য পাশের ঘরে চলে যায়। নাটকের ক্লাইম্যাক্স তখন তুঙ্গে। বিক্রমএর অনসূয়াই তাপসের মালবিকা। বিক্রম টাকা রোজগারের জন্য দুবাই চলে যাবার কাহিনী অনসূয়াকে বলে এবং তার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাও চায়। এমন সময় দুটি বাচ্চার হাহাকার-চিৎকার ওরা শুনতে পায়- মা আমাদের বাঁচাও। অনসূয়া দৌড়ে গিয়ে তাপসকে জাগায়, ছুটে বেরিয়ে পড়ে। অনসূয়া বিক্রমকেও সঙ্গে যেতে বলে কিন্তু বিক্রম স্বার্থ পরের মতো এড়িয়ে যায়। দুটি বাচ্চাকে তাপসই উদ্ধার করে বাঁচায়। কিন্তু পুত্র সন্তানকে বাঁচিয়েও নিজে স্রোতে ভেসে যায়। এখন অনসূয়া কি করবে? সে কি মালবিকা হয়ে থাকবে, না অনসূয়া হয়ে বিক্রমের কাছে যাবে? সেটা জানতে গেলে নাটকটা দেখতে হবেই। অভিনয়ে তাপস চরিত্রে সন্তু সাধুখাঁ, বিক্রম চরিত্রে সুশান্ত মজুমদার এবং অনসূয়া/মালবিকার ভূমিকায় সুতপা চক্রবর্তী বেশ ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। সুশান্ত দক্ষ সংগঠক। আলোক সম্পাতে সন্তু সাধুখাঁ, আবহ-সন্দীপ মুখার্জী, মঞ্চ : সুশান্ত স্বয়ং, রূপসজ্জা : সুতপা চক্রবর্তী।

সুন্দরবনে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আলোচনা শিবির

উজ্জ্বল সরদার : গত ৬ আগস্ট শনিবার, সুন্দরবন অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে পড়াশুনার পাশাপাশি একদিবসীয় পরিবেশ বিষয়ক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল গোসাবা ব্লকের বালি ২ এর বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যামন্দিরে। এই দ্বীপের একাধিক

স্কুলের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিয়েই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নদী বিজ্ঞানী তথা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সভাপতি কল্যাণ রুদ্র।

তিনি বিশ্ব উষ্ণায়ন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট সুন্দরবন অঞ্চলের পরিবেশগত সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করেন। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক সুজিত কুমার মণ্ডল, যিনি ছাত্রছাত্রীদের সুন্দরবনের বিভিন্ন পাখির ছবি দেখিয়ে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ে যত্নবান হওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের এমিরেটাস গবেষক শুভ্র মুখোপাধ্যায় ছাত্র ছাত্রীদের বিজ্ঞান মনস্কতার পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সাপ বিষয়ে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারগুলি খণ্ডন করে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলেন শ্রীরামপুর কলেজের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক শুভদীপ সরকার।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের জন্য শতাধিক পুস্তক প্রদান করা হয় বিজয়নগর বিবেকানন্দ ফারমার্স ক্লাবের গ্রন্থাগারকে। পুরো অনুষ্ঠানটির আয়োজক শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকা, তেপান্তরের স্বপ্ন সংস্থা, সুন্দরবন বিজয়নগর দিশা। শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী একান্ত সাক্ষাতকারে জানালেন- আমরা সারা বছর সুন্দরবন নিয়ে কিছু না কিছু কাজে মেতে থাকি।

শহর থেকে আমাদের পত্রিকা যেমন বছরের নির্ধারিত সময়ে প্রকাশিত হয় তেমন এবারেও হয়েছে। এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমাদের গ্রামীণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি দ্বীপের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সুকুমার পয়রার নেতৃত্বে গ্রামের ছেলেমেয়েরা যেভাবে বিভিন্ন সমাজ সচেতনমূলক কাজকর্মে মেতে থাকে, তাদের জন্যই আমাদের এই গ্রন্থাগার গঠন। সেই গ্রন্থাগারের জন্য বই জোগাড় করার পাশাপাশি আগামী দিনে আরও বই জোগাড় করার অঙ্গীকার আমরা গ্রহণ করেছি। পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সমাজ সচেতনতার পাঠ দিতেই আমাদের এই এক দিবসীয় আলোচনা চক্রের আয়োজন। তবে অনুষ্ঠানটির পরিপূর্ণতা প্রদানে ছাত্রছাত্রীদের যোগদান ছিল নজরকাড়া।

শ্রীলঙ্কায় ম্যাজিক দেখিয়ে মন জয় করলেন কিশোরকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কায় ম্যাজিক দেখিয়ে সকলের মন জয় করে ফিরলেন পূর্ব রেলের কর্মী তথা জাদুকর কিশোর কুমার লায়েল। শ্রীলঙ্কা ম্যাজিক সার্কেলের উদ্যোগে আয়োজিত একটি আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন কিশোর কুমার। সেই 'জাদু প্রতিযোগিতা কলকাতা থেকে মাত্র ২ জন অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া ভারত থেকে মোট ১২ জন জাদুকর কলম্বোয় এই প্রতিযোগিতায় গিয়েছিলেন। হাওড়ার পূর্ব রেলের বাস স্ট্যান্ডের কাছে প্রিন্টিং প্রেসের কর্মী ১৯৮৯ সালে রেলে চাকরি পান। তাদের আদি বাড়ি উত্তরপ্রদেশে আগ্রার কাছে জেলেশাস শহরে। এখানে পিতলের ছোট থেকে বড় ঘন্টা, ঘুঙুর তৈরির জন্য বিখ্যাত। কিশোর কুমার লায়েল সংক্ষেপে কেকে লায়েল। কিশোরকুমার বললেন, হুগলির কৃষ্ণ রামপুর জঙ্গলপাড়ায় ছোটবেলায় থাকতেন। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াকালীন জাদুকর তারাপদ পাল স্কুলে ম্যাজিক শো

দেখাতে আসেন তখন জাদুর প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। তাঁর কাছ থেকে এই বিদ্যা অনেকটা রপ্ত করেন কিশোরকুমার। তারপর যেখানেই ম্যাজিক শো-এর খবর পেতেন সেখানেই চলে যেতেন। দু'চোখে স্বপ্ন এবং নেশা জাদুকর হওয়ার। তাই পড়াশোনার ফাঁকে টুঁ মারতেন ম্যাজিশিয়ানের ডেরায়। এমন কী জাদুর সরঞ্জাম বিক্রির দোকানে। জীবনে কাউকে গুরু হিসাবে না পেলেও সবার কাছে কমবেশি শিখেছেন তিনি। সেই সময় কিশোর কুমার বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থায় এবং ক্লাবে ম্যাজিক শোর জন্য ডাক পেতে থাকেন। কিন্তু আয় সে ভাবে না হওয়ার জন্য শেষমেষ চাকরি করার সিদ্ধান্ত নেন। পাশাপাশি জাদুবিদ্যাটাও চালিয়ে যান। নিজে রেলকর্মী হওয়ার সুবাদে রেলের অনুষ্ঠানে জাদু দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ আসে। ইস্টার্ন রেল, সাউথ ইস্টার্ন রেল, ইস্ট-সেন্ট্রাল রেল থেকে তিনি বিশেষ সম্মান পেয়েছেন। বর্তমানে কিশোরকুমার গার্ডেনরিচ ফতেপুর এলাকায় থাকেন। উল্লেখ্য ২০১৬ সালে নিউ দিল্লিতে কনট প্লেসে এনডিএমসি হলে সার্ক ম্যাজিক কনফারেন্সে তাঁকে বিশেষ সম্মানে পুরস্কৃত করেন। ওই বছর দিল্লিতে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিপিবদ্ধ হয়। ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে পরপর ছয়টি ম্যাজিশিয়ান কেকে লায়েল চাকরির সুবাদে ভারতের বিভিন্ন শহরে তাঁর জাদুর কেরামতি দেখিয়ে প্রশংসা অর্জন করেন। তিনি ৪৫ বছর ধরে জাদু প্রদর্শন করে সকল দর্শকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। প্রসঙ্গত ম্যাজিশিয়ান জুনিয়র পিসি সরকার জাদু বিদ্যার পারদর্শীতে কিশোরকুমারকে গোল্ড মেডেল দিয়ে সম্মানিত করেন। বাড়িতে তাঁর এক ছেলে অমিতকুমার ও মেয়ে মধু দিল্লিতে থাকেন। এবার শ্রীলঙ্কায় আন্তর্জাতিক ম্যাজিক সার্কেল কলম্বোতে তাঁর জাদুদন্ডের সাহায্যে নতুনত্বর ম্যাজিক দেখিয়ে সেখানকার আর্থিক সঙ্কটে থাকা মানুষজনকে আনন্দ দিয়ে মন জয় করে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য শ্রীলঙ্কা ম্যাজিক সার্কেল কিশোরকুমারকে পদক ও শংসাপত্র অ্যাওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করেন। কিছুদিনের মধ্যেই শিয়ালদহ রেলের রিক্রিয়েশন হলে পূর্ব রেলের জি এব অরুণ কুমার আরোরার আমন্ত্রণে তিনি শো করবেন। দিল্লির কনট প্লেসে আগামী সেপ্টেম্বর ২১-২৪ ওম জাদুকলা সংস্থার আমন্ত্রণে কিশোর কুমার এনডিএমসি হলে জাদু প্রদর্শন করবেন। এই সংস্থা তাকে সংস্থার তরফে সংবর্ধিত করা হবে।

গানে গানে উত্তম সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার রবীন্দ্র সদনে মহানায়ক উত্তম কুমারের ৪৩ তম প্রয়াণ দিবসে দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থে সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় শিল্পীদের উত্তম কলারত্ন সম্মান - ২০২২ - এ সম্মানিত করা হল। একই মঞ্চে সঙ্গীত পরিবশন করেন সঙ্গীতশিল্পী জোজো, স্বাগতালক্ষী দাশগুপ্ত, সৈকত মিত্র, দীপশ্রী সিনহা - সহ অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পীগণ। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ বসু, দেবাশিস কুমার, রত্না ঘোষাল, ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ সেন বরাটদের মতো বেশ

কিছু গুণীজনদের প্রাপক এবং জ্ঞাপকের ভূমিকায় দেখা যায় ওই দিনের অনুষ্ঠানে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর উপস্থাপনার জন্য শিল্পী সংসদের আধিকারিক সাধন বাগচী, সুরকার অশোক ভদ্র, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

বলরাম মন্দিরের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁর বাড়িতে বলতেন তাঁর 'দ্বিতীয় কেল্লা' তিনি হলেন বলরাম বসু (১৮৪২-১৮৯০)। সেই বলরাম ভবনেই সূচনা হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের। বলরাম ভবন এখন বলরাম মন্দির। বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্রও বটে। সেই বলরাম মন্দিরে গত ৫ আগস্ট শুক্রবার বিকেল ৪.৩০ মিনিটে 'ঠাকুরের প্রিয় গান' গীতি আলেখ্য পরিবেশন করলেন বিশিষ্ট অধ্যাপক,চলচ্চিত্রাভিনেতা, গায়ক, লেখক ড. শঙ্কর ঘোষ। এক ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে ঠাকুরের প্রিয় গানগুলি থেকে নির্বাচন করে প্রাসঙ্গিক তথ্যগুলি ব্যাখ্যা করলেন শিল্পী। ব্যাখ্যার পরেই গান। ঠাকুর যে গানগুলি বেশি গেয়েছেন বিভিন্ন স্থানে তার থেকেই শিল্পী নির্বাচন করেছিলেন গানগুলি। সেই তালিকায় রয়েছে, 'মনরে কৃষি কাজ জানো না', 'সদানন্দময়ী কালী', 'মা ত্বা-হি তারা', 'যতনে হৃদয়ে রাখো', 'মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ করে না', 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন', 'ভেবে দেখ মন', 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে' প্রভৃতি গান। শিল্পী তাঁর সুমিষ্ট কণ্ঠে গানগুলি শোনালেন। উপস্থিত ভক্ত শ্রোতারা মুগ্ধ হলেন। শিল্পীকে তবলা ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি কোষ্টাল থানার উদ্যোগে এক পদযাত্রা ও আদিবাসী নাচ গানের মধ্যে দিয়ে পালিত হল বিশ্ব আদিবাসী দিবস। মঙ্গলবার ঝড়খালি কোষ্টাল থানার অন্তর্গত চৌধুরী মোড় আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা বিশ্ব আদিবাসী দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঝড়খালি কোষ্টাল থানার আধিকারিক প্রদীপ কুমার রায়, এএসআই রাজু মন্ডল, পিএসআই রাজদীপ দাস, হারান সরদার, মনসা সরদার, অজিত সরদারসহ আদিবাসী সমাজের বিশিষ্টজনেরা।

উল্লেখ্য, ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস। সমগ্র বিশ্ব আদিবাসীদের প্রচুর অবদান রয়েছে। নানান ইস্যুতে তাঁদের অবদান প্রচুর। সেই কারণেই প্রতিবছর বছর ৯ অগাস্ট দিনটি পালিত হয় বিশ্ব আদিবাসী দিবস হিসেবে।

১৯৯৪ সালে ২৩ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, ৯ অগাস্ট দিনটিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসীদের দিন হিসেবে পালন করা হবে। ১৯৮২ সালে জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের আদিবাসীদের ওপর ওয়ার্কিং গ্রুপ দিনটিকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিশ্বের আদিবাসীদের জন্য আন্তর্জাতিক বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয় ১৯৯৩ সালকে। সেই বছরই বিশ্বের আদিবাসীদের জন্য আন্তর্জাতিক যুগ ঘোষণা করা হয়। যেটা ১৯৯৪ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়। আদিবাসীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যুগ ঘোষণা করা

হয় ২০০৫ থেকে ২০১৫ সালকে। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর কথাসাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে আদিবাসী মানুষ। যা কিনা আদিবাসী সমাজের প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে।

পৃথিবী যখন তথাকথিত সভ্য হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় ভারতীয় উপমহাদেশের আদি জনগোষ্ঠী আদিবাসীদের অসভ্য বলে, নীচ বলে ঘৃণা করা হয়েছে। আদিবাসীরা অনেক সময়ই চুপ করে এসব সহ্য করেছেন। যখন অন্যায়-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়েছে, তখন আদিবাসীরা সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করেছেন। এক সময় ইংরেজ শাসকদের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিল। তৎকালীন ভারতের ছোটনাগপুরের সিংভূম, রাঁচি, পালামৌ জেলাগুলোয় মুন্ডাসহ অন্য আদিবাসীদের ঘনবসতি ছিল।

ইংরেজদের হাতের মুঠো থেকে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার জন্যে বন্দুকের সামনে তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই করতে নেমে পড়েছিলেন বীর যোদ্ধা বীরসা মুন্ডা। ভারত উপমহাদেশে আদিবাসীদের মুক্তির জন্য যুগে যুগে যত মহান নেতা অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিরসা মুন্ডা অন্যতম এক নাম। যাঁকে আজও আজও দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করেন।

রাখিবন্ধন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথা অনুযায়ী ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার ক্যানিং পালিত হল রাখিবন্ধন উৎসব। এদিন ক্যানিং বাসষ্ট্যান্ডে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অরিত্র বোস, জেলা পরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা মিস্ত্রী, ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং, ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ, ক্যানিং মহিলা থানার ওসি তনুশ্রী মন্ডল, ক্যানিং ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার সহ অন্যান্য সরকারী আধিকারীগণ।

উল্লেখ্য, 'রাখিবন্ধন' বা 'রাখিপূর্ণিমা' দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব। প্রধানত এই দিনে ভাই-বোনের সম্পর্ক আজীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে দাদা বা ভাইয়ের ডান হাতে দিদি বা বোনেরা পবিত্র রাখি পরিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে দিদি বা বোনেরা, দাদা কিংবা ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে থাকে। হিন্দু শাস্ত্রের পঞ্জিকা মতে শ্রাবণ মাসের শুক্লা পক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। রাখিবন্ধন উৎসবটি দেশের সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মধ্যে প্রচলিত।

রাখিবন্ধন উৎসবের উৎপত্তি সম্পর্কে বিধায়ক পরেশরাম দাস বলেন, পবিত্র মহাভারতের কাহিনী আমরা সকলেই জানি। মহাভারতে বর্ণিত রয়েছে, যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের কবজিতে আঘাত লেগে রক্তপাত শুরু হয়েছিল। সেই সময় পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী দ্রৌপদী তাঁর শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন। দ্রৌপদী তাঁর আত্মীয়া না হলেও, তিনি দ্রৌপদীকে নিজের বোনের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে কৌরবরা যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করে,তখনই শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদী সম্মান রক্ষা করে ভাই-বোনের সম্পর্ককে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গড়ে তোলেন। এছাড়াও ১৯০৫ সালে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছালে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নেন বাংলাকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করবে। তৎকালীন সময় দেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা চরম আকার ধারন করে। ব্রিটিশ সরকারের এই বিরূপ সিদ্ধান্ত বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করার জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকালীন সময়ে হিন্দু ও মুসলিম ভাই ও বোনকে একতা হওয়ার আহ্বান করেছিলেন।

শৈশবের ঝুলন উৎসব

মলয় সুর : মোবাইল-ইন্টারনেটের দাপটে ঝুলন উৎসবের মেজাজ আজ যেন অনেকটাই ফিকে। আজকের দিনের বাচ্চারা অনেকেই দিন এই উৎসবে অংশ নেয়নি। এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে ভুলতে বসা ঝুলন যাত্রাকে মহা সমারোহে প্রতিবছর চলছে ভদ্রেশ্বর হক্কর চণ্ডীচরণ রোডে 'দাস' বাড়িতে। বাড়ির নাম 'কমলালয়'। ঠিক দেশবন্ধু ক্লাবের পাশে। ১৯৬৯ সালে বাড়ির বড় ছেলে জ্যোতির্ময় দাস ছোট বয়সে এই ঝুলন শুরু করেন। সেই থেকেই ৫৩ বছর ধরে নিজের বাড়ির সামনেটা জুড়ে কৃষ্ণনগরের হরেক রকমের মাটির পুতুলে সেজে উঠেছে ঝুলন যাত্রা। ঝুলন সাজিয়েছেন মেজ ছেলে মৃত্যুঞ্জয় দাস। তিনি জানান, একেবারে বাঙালির নিখাদ ভালোবাসা থেকেই

ঝুলনের সৃষ্টি। ঝুলন আমাদের আবেগ। এখন তো স্মার্ট ফোনের জমানায় সবই হারিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চারা আর কাদা-মাটি মেখে ঝুলন সাজাতে আগ্রহী নয়। তাই ছোটবেলাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়। এই দাসবাড়ির দুই ভাই স্কুল শিক্ষকতা করেন। কেবলমাত্র বড় জ্যোতিময় বিজনেস করেন। ছোট দেবাশিস শিক্ষকের কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সন্ধ্যা নামলেই রয়েছে রকমারি আলোর ঝলকানি। আটদিন ধরে চলবে ঝুলনযাত্রা। শুধু বাচ্চাদের সঙ্গে পরিচয় করানোই নয়, বড়দের কৈশোরের স্মৃতিকেও তাজা করে দিচ্ছে এমন আয়োজন। এমনিতেই করোনার জন্য এখানে একবছর পুজো পার্বন ও উৎসবে ছেদ পড়েছিল। দাস বাড়িতে জন্মাষ্টমী ও রাখী পূর্ণিমার দিন উৎসব পালন হয়। বিশেষ করে রাখীর দিন সকল অতিথিদের ভোগ খাওয়ানো হয়। বাড়িতে রাধা গোবিন্দ মন্দির রয়েছে। সেখানে বৃন্দাবন থেকে আনা অষ্টধাতুর রাধা বিগ্রহকে পুজোপাঠ করেন।

রোটেশন মেনে সুফল মিলছে, তৈরি রিজার্ভ বেঞ্চও

অরিঞ্জয় মিত্র

ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটি থেকে জোড়া সাফল্যের পর স্বাভাবিকভাবেই খুব চনমনে ভারতীয় শিবির। বিশেষ করে টিম ইন্ডিয়ায় কোহলি জমানার অবসানের পর এই জয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণও বটে। তবে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে যে ভারত ঝোলা ভরতি করে ফিরছে তাদের প্রতিটা সফর কিংবা ম্যাচের মতো অধিনায়ক পালটেছে। রোহিত শর্মা সব ম্যাচ না খেলায় কখনও শিখর ধাওয়ান আবার কখনও হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। ঋষভ পন্থও কিছু ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেনশিপ ক্যাপ মাথায় চড়িয়েছেন। ইংল্যান্ডের সঙ্গে একটিমাত্র টেস্টে যশপ্রীত বুমরাকেও অধিনায়কত্বের দায়িত্বে দেখা গিয়েছে। যদিও টেস্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। একদিন ও টি-২০ সিরিজে ভারত রোহিতের বিকল্প হিসেবে যে ঋষভ পন্থ ও হার্দিক পাণ্ডিয়াকে পেয়ে গিয়েছে তা ইতিমধ্যে পরিস্কার। এদের মধ্যে আবার হার্দিককে নিয়ে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত আশাবাদী। আর সবথেকে ভালো কথা ভারতীয় ম্যানেজমেন্টের এই রদবদলকে খুবই ইতিবাচক মনে দেখছেন সব সিস্টেমের স্থায়ী অধিনায়ক রোহিত শর্মা। রোহিত বলছেন, আইপিএল হওয়ার কারণে ভারতে এখন অনেক নতুন অধিনায়ক পাওয়া যাচ্ছে। বিভিন্ন টিমকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন যারা। যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের কাজ করছেনও এই নব্যরা। এদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রথমবার আইপিএল খেলতে নামা গুজরাট-দলকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য হার্দিক সবার নজরে পড়েছেন। রোহিতের অনুপস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতেও হার্দিক তার দুরন্ত অধিনায়কত্বের ছোঁয়া রেখেছেন। যা আগামীর পক্ষে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের মতে আগামী দিনে কোনও না কোন ফর্ম্যাটে দেশকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে।

এরমধ্যেই আসন্ন এশিয়া কাপের জন্য দলগঠনও সেরে ফেলেছে ভারত। যার মধ্যে প্রত্যাশিতভাবেই পুরনো ও নতুনদের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। অধিনায়ক রোহিতের পাশাপাশি বিরাট কোহলি তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন প্রত্যাশামতোই। ফিরেছেন সহ-অধিনায়ক কে এল রাহুলও। এদের পাশে উজ্জ্বলতম উপস্থিতি ঋষভ পন্থ ও সূর্যকুমার যাদবের মতো দুই ম্যাচ উইনারেরও। দীনেশ কার্তিকের মতো প্রবীণ ও দীপক হুদার মতো নবীনের ভারসাম্যও এই দলে বজায় আছে। অলরাউন্ডার হিসেবে ধরা হচ্ছে হার্দিক পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। পাঁচ বোলারের মধ্যে আবার তিন পেসারে অভিজ্ঞ ভুবনেশ্বর কুমার ও

তরুণ অর্শদীপ সিং ও আবেশ খানে আস্থা রেখেছে ম্যানেজমেন্ট। স্পিন আক্রমণে যুজবেন্দ্র চহাল ও রবি বিষ্ণোইর ওপর ভরসা রাখা হয়েছে। যদিও অলরাউন্ডার ধরা হলেও দেশ তথা বিশ্বের অন্যতম সেরা অফস্পিনার অশ্বিনের কথা আগেই বলা হয়েছে। টি-২০-র নিরিখে স্পিন বলটা ভালোই চালিয়ে দেন রবীন্দ্র জাদেজাও।

এই দল এমনিতে খারাপ না হলেও মহম্মদ সামিকে আবেশ খানের পরিবর্তে রাখা হলে দল অনেকটাই সুসংহত হত বলে মনে করছেন অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ। সামিকে টি-২০ থেকে ছেঁটে ফেলা ঠিক নয় বলেই মনে করছেন তাঁরা। আবেশ খানের নির্বাচন নিয়ে অনেকটাই প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে যেভাবে ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানদের হাতে প্রহৃত হয়েছে আবেশ তাতে এই প্রশ্ন জোরদার হতে বাধ্য। সামিকে একান্ত না নিলে মহম্মদ সিরাজ বা শার্দুল ঠাকুরদের কথা কেন ভাবা হল না? তা নিয়েও সওয়াল করছেন প্রাক্তনরা। এতকিছুর পরেও অবশ্য এশিয়া কাপ জয় নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী তাঁরা। আরবের মাটিতে একটা সময়ে দুর্ভেদ্য ছিল পাকিস্তান। ভারতকে হারানো রীতিমতো অভ্যেসে পরিণত করেছিল তারা। সে জায়গা থেকে বিগত কয়েক বছরে ভারত অনেক বড় শক্তি। সৌরভের আমল থেকে ভারতীয় দলে যে চাকা ঘোরানো অধ্যায় শুরু হয়েছে তা ধোনি ও বিরাটের হাতে আরও মজবুত হয়েছে। যার পূর্ণাঙ্গ রসদ মিলছে রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বেও। বিশেষ করে সীমিত ওভার ও টি-২০-র ক্যাপ্টেন হিসেবে রোহিত শতকরা বেশিরভাগ সাফল্য এনেছেন। তৈরি হার্দিক, ঋষভের মতো পরের প্রজন্মও। সূর্যকুমার যাদবের মধ্যে যে খুনে মেজাজ আছে তাও টিম ইন্ডিয়ার পক্ষেই যাচ্ছে।

পাকিস্তান বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও এই ভারতের কাছে অপরাজেয় নয়। তাও এশিয়া কাপ জেতায় বাবর আজমের পাকিস্তান বড় গটি হতেই পারে টিম ভারতের জন্য। বিশেষ করে গত টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের কাছে হারের ধাক্কাটা এখনও খচখচ করছে অনেকের বুকেই। অন্য দুটি দল শ্রীলঙ্কা বা বাংলাদেশ নিয়ে যে চাপ অনেকটাই কম। পাকিস্তানের মতো দলকে বেগ দেওয়ার জন্য সামি-বুমরা জুটির প্রয়োজন ছিল নিশ্চিতভাবেই। বুমরা যদিও পুরোপুরি চোট সারিয়ে উঠতে পারেন নি বলে বসে গিয়েছেন এই সিরিজে। ভারত অধিনায়ক, কোচ থেকে ম্যানেজমেন্ট চাইছে টি-২০ বিশ্বকাপে তরতাজা বুমরাকে। যদিও উপযুক্ত ম্যাচ প্র্যাক্টিসের অভাবে বুমরা সমস্যায় পড়তে পারেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ। তবে মহম্মদ সামিকে যেভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে সরানো হয়েছে তার বিপক্ষে গর্জে উঠেছে নেটিজেনরা। এমনকি এর ফল এশিয়া কাপে হাতেনাতে ভুগতে হবে বলেও বক্রোক্তি করেছে এরা। সামিকে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট খুব সম্ভবত ২০২৩ এর ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের জন্য ভেবে রেখেছেন। রোটেশন মেনে টি-২০ বিশ্বকাপের দলে বাদ পড়বেন তিনি। তবে ভুবনেশ্বর কুমার, আবেশ খানদের নিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপ জেতার আশাকে অনেকে দিবাস্বপ্ন বলে মনে করছেন। স্পিন অ্যাটাক বা অলরাউন্ডার নিয়ে কথা উঠছে না অবশ্য। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপে সামির মতোই শিখর ধাওয়ানকে ভেবে রেখেছে ম্যানেজমেন্ট। অগত্যা টি-২০ বিশ্বকাপে ধাওয়ান নেই। শিখরের তলানিতে থাকা ফর্ম । সেজন্য শিখরকে বাদ দেওয়া নিয়ে কারো কোনও বক্তব্য বা প্রতিবাদ নেই। সৌরভের বিসিসিআই ও রাহুল দ্রাবিড়-রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া এখন যে রোটেশন পদ্ধতিতে চলছে তা খেলোয়াড়দের তরতাজা রাখার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ক্রিকেট বোদ্ধারা। গত ২-৩ টি সিরিজে প্রায় ২২-২৪ জন প্লেয়ারকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হচ্ছে। অর্থাৎ যেভাবে এগনো হচ্ছে তাতে এই টিমের রিজার্ভ বেঞ্চ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠছে তা বলাইবাহুল্য। ২০২২ এর অস্ট্রেলিয়া-টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২৩-এর সীমিত ওভারের বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেই এগোচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। কয়েক যুগ আগে এই রোটেশন পদ্ধতি প্রাথমিকভাবে শুরু করে অজিরা। তার দেখাদেখি পড়শি কিউয়ি এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে ছড়ায়। প্রোটিয়ারাও এই ফর্মুলা মেনেছে। এখন সে পথেই হাঁটতে দেখা যাচ্ছে ভারতকেও। আগামীতে বিশ্বের সব দেশই এই ছকে এগোবে বলে ধারনা ক্রিকেটদুনিয়ার। একটা সময় পর্যন্ত ভারতীয় টিমে সিনিয়রদের আধিক্য ছিল। অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবেতে সিনিয়রদের হস্তিতম্বি। বড় সফর তো বটেই ছোটখাটো সফরেও জুনিয়রদের সুযোগ পাওয়া ছিল দূরস্ত। সেই জায়গা থেকে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট গড়ে সৌরভ নিঃসন্দেহে বিপ্লব গড়েছেন। বস্তুত, সেই থেকে সৌরভের পথেই আলোকিত ভারতীয় দল। ধোনির এত সাফল্য, বিরাটের নেতৃত্বে একের পর এক সিরিজ জয়, সবেতেই সেই সৌরভ ম্যাজিক। কেউ স্বীকার করুক আর নাই বা করুক। মোটের ওপর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সব জায়গার প্লেয়ারই সামিল হচ্ছে দলে। সেই সাবেক বোম্বাই বা দিল্লির না হলে জাতীয় জার্সি গায়ে চাপবে না সেই ধারনা আজ অচল আধুলির মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে। তারওপর হালফিলের এই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রথম একাদশ ও দ্বিতীয় একাদশ তৈরি রাখা এও ভারতীয় ক্রিকেটে অভিনবত্বের দাবিদার। এর ইতিবাচক দিক হিসেবে দলে যেমন খেলোয়াড়রা তরতাজা থাকতে পারছেন, তার পাশাপাশি রিজার্ভ বেঞ্চ ততোধিক শক্তিশালী হচ্ছে। সেই গাভাসকার, কপিল, ভেঙ্গসারকার, শাস্ত্রী, শচীন, সৌরভ, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণদের একটানা সব ম্যাচ খেলতে হবে সেদিন উধাও। এখন দলে জায়গা পেতে যোগ্যতার বিচারে উঠে আসতে পারছে অনেক নব্য প্রতিভা। তারই ফসল রবি বিষ্ণোই, দীপক হুডা, সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসনরা। এই নব্যদের মধ্যে অনেকে আবার প্রথম একাদশেও চলে এসেছে। বলাবাহুল্য, কোনও দাদা-কাকা-মামার হাত ধরে নয়, একেবারে নিজেদের খেলার জোরে।

রেডিওতে ফিরছে কলকাতা লিগের ধারাভাষ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: নমস্কার, মোহনবাগান মাঠ থেকে বলছি, প্রখ্যাত ধারাভাষ্যকার অজয় বসুর সেই পরিচিত কণ্ঠ। বাঙালির সেই চিরন্তন লড়াই। কলকাতা লিগে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলা। রেডিওর নব ঘোরালেই ভেসে আসত সেই আবেগ মাখা কণ্ঠস্বর। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতো কলকাতার বড় ম্যাচের টেনশনে মাতোয়ারা হত কত বাঙালি। ফের কলকাতা লিগের হাত ধরে ফিরে আসছে সেই রেডিওর ধারাভাষ্য। এবারের কলকাতা লিগের সুপার সিক্সে সব ম্যাচ সহ আরও কিছু ম্যাচ শোনা যাবে রেডিওতে। কলকাতা লিগে শেষ কবে রেডিও ধারাভাষ্য হয়েছে, আপামর বাঙালি মনে করতে পারছে না। বহু বছর আগে কলকাতা লিগের মতো এত প্রাচীন একটা টুর্নামেন্ট লাইভ দেখাতে আগ্রহী নয় কোনও টিভি চ্যানেল। এবার কলকাতা লিগ দেখানো হচ্ছে ফেসবুক ও ইউটিউবে।

তবে একমাত্র ডার্বি অর্থাৎ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ হয়তো টিভিতে দেখাতে হতে পারে। সেই চেষ্টাই চলছে। এই হাইটেক যুগে দেশ যতই এগিয়ে যাক, সবার হাতে হাতে কী স্মার্টফোন আছে। একজন বৃদ্ধ মানুষের পক্ষে কি ডিজিটাল দুনিয়ায় পা মিলিয়ে বড় ম্যাচের আনন্দ নেওয়া সম্ভব। আইএফএর সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় আচমকা পদত্যাগ করায় সচিবের দায়িত্ব নিতে হয়েছে অনির্বাণ দত্তকে। তাঁর কাছে কলকাতা লিগ এখন বিরাট চ্যালেঞ্জ। অনির্বাণের সোজা কথা, অনেক বেশি মানুষের কাছে খেলার খবর পৌঁছতে রেডিও কমেন্ট্রি ফিরে আসছে। এটা তো বিরাট প্রাপ্তি। সেই অপেক্ষা আর কয়েক দিনের।

রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে শুরু ফুটবল লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিগত প্রায় দুবছর যাবৎ করোনা মহামারী তান্ডবে স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল খেলাধূলাও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই স্কুল কলেজের পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। এবার শুরু হল স্কুলের ফুটবল লিগ টুর্নামেন্ট। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে গঠিত হয়েছে ৮ টি ফুটবল দল। গত ৮ আগষ্ট ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের মাঠে শুরু হয়েছে ফুটবল লিগ। উপস্থিত ছিলেন রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সমিত ব্যানার্জী, ক্রীড়া শিক্ষক রাজেন্দ্রনাথ বেরা, দীপঙ্কর সরদার, শুভেন্দু দাস, জাহির পৈলান, দেবাশীষ বাগচি সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে। খেলার নির্ধারিত সময়ে দ্বাদশ শ্রেণী ১-০ গোলে জয়লাভ করে। অন্যদিকে বুধবার সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে এবং নবম ও দশম শ্রেণীর মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার নির্ধারিত সময়ে অষ্টম শ্রেণী ৩-০ গোলে জয়লাভ করে। অপর দিকে নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল না হওয়ায় টাইবেকার হয়। ট্রাইবেকারে নবম শ্রেণী ২-০ গোলে জয়লাভ করে। বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক রাজেন্দ্রনাথ বেরা জানিয়েছেন, লক ডাউন আর করোনা তান্ডবে স্কুল বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল খেলাধূলাও। স্বাভাবিক হতেই আবারও শুরু হয়েছে পঠন পাঠন এবং খেলাধূলা। এই ফুটবল লিগ চলবে আগামী ১৮ আগষ্ট পর্যন্ত। শিক্ষক দীপঙ্কর সরদার জানিয়েছেন, পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা খেলায় অংশ গ্রহণ করলে একদিকে যেমন তাদের শরীর স্বাস্থ্য সুঠাম হবে আবার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম। আগামী দিনে তাদের মধ্যে থেকে নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসবে। রাজ্য তথা দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। সেই কারণেই এমন ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন।

কমনওয়েলথে কামাল ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বার্মিংহ্যাম কমনওয়েলথ গেমসে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও কানাডার পর পদক তালিকায় চতুর্থ স্থানে শেষ করল ভারত। মোট পদকের সংখ্যাতেও ভারত চতুর্থ স্থান পেয়েছে। ২২টি সোনা, ১৬টি রুপো ও ২৩ ব্রোঞ্জ-সহ মোট ৬১টি পদক জিতেছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। তবে কমনওয়েলথ গেমসে এটাই কিন্তু ভারতের সেরা ফল নয়। ২০১০ সালে নয়াদিল্লিতে মোট ১০১টি পদক জিতেছিল ভারত। সেটাই ছিল গেমসে ভারতের সেরা পারফরমেন্স। ২০০২ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে ৬৯টি পদক পায় ভারত। ২০১৮ গোল্ড কোস্ট এবং ২০১৪ গ্লাসগোয় যথাক্রমে ৬৬ ও ৬৪টি পদক এনেছিলেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা। এবার সেই জায়গায় পদক সংখ্যা ৬১। মনে করা হচ্ছে এবার তীরন্দাজি, শুটিংয়ের মতো ইভেন্টগুলি না থাকায় খানিকটা কমেছে ভারতের পদকের সংখ্যা । এবারের ৬১টি পদকের মধ্যে লন বল থেকে একটি করে সোনা ও রুপো, জুডোয় দু'টি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ, হকিতে একটি করে রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক রয়েছে। রুপো এসেছে প্রথমবার হওয়া মহিলাদের ক্রিকেট থেকে। এছাড়া, অ্যাথলেটিক্সে ৫টি পদক বেড়েছে। এই বিভাগটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর আগে অ্যাথলেটিক্সের কোনও বিভাগেই ভারত ভাল ফল করতে পারত না। এ বার ট্রিপল জাম্পের মতো ইভেন্টে সোনা, রুপো দুটোই জিতেছে ভারত। লং জাম্পে পদক জিতেছেন মুরলী শ্রীশঙ্কর। রেস ওয়াকে দু'টি পদক এসেছে। স্টিপলচেজে এ বার ভারতের অবিনাশ সাবলে রুপো পেয়েছেন। গেমসের শেষ দিন ব্যাডমিন্টন থেকে আসে মোট তিনটি সোনা। এবার কুস্তিতেও সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছে ভারত। এসেছে মোট ৬টি সোনা। ১৬ বছর পর টেবিল টেনিসের পুরুষ সিঙ্গলসেও সোনা পেয়েছেন ভারতীয় তারকা। বক্সিং রিংয়ে প্রতিপক্ষকে মাত করে তিনটি সোনা এনে দিয়েছেন বক্সাররা। বিশ্বকে চমকে দিয়ে ট্রিপল জাম্পে প্রথমবার সোনা ঘরে তুলেছে ভারত। প্যারা টিটিতে দেশকে সোনা উপহার দিয়েছেন ভাবিনা। ভারোত্তোলনে সোনা জিতে দেশকে গর্বিত করেছেন মীরাবাঈ চানু, অচিন্ত শিউলি এবং জেরেমি লালরিন্নুয়া । এছাড়াও হকি থেকে ক্রিকেট-প্রতিক্ষেত্রেই এসেছে পদক।

মোট ২২টি সোনা জিতেছেন ভারতীয় প্রতিযোগীরা

১)ভারোত্তোলনে ৩টি সোনা জিতেছে ভারত। মীরাবাই চানু, জেরেমি লালরিন্নুয়া ও অচিন্ত্য শিওলি।

২) মহিলাদের লন বল প্রতিযোগিতায় ভারত ১টি সোনা জিতেছে। এই প্রতিযোগিতায় ৪সদস্যের ভারতীয় দল- রূপা রাই তিরকি, লাভলি চৌবে, নয়নমণি শইকিয়া ও পিংকি।

৩) পুরুষদের টেবিল টেনিসের মিশ্রদল বিভাগে ১টি সোনা জয়লাভ করেছে ভারত । এই ভারতীয় দলের সদস্যরা- সাঁথিয়া জ্ঞানশেখরণ, হার্মিত দেশাই, শরৎ কামাল ও সুনীল শেঠি।

৪) কুস্তিতে ভারতের হয়ে সোনা জিতেছেন ৬ জন প্রতিযোগী। তারা হলেন- বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক, দীপক পুনিয়া, ভিনেশ ফোগত, নবীন ও রবি কুমার দাহিয়া।

৫) প্যারা ভারোত্তোলনে দেশের হয়ে ১টি সোনা জিতেছেন সুধীর।

৬) প্যারা টেবিল টেনিসে ১টি সোনার পদক জিতেছেন টোকিও প্যারাঅলিম্পিকে সফল হওয়া ভাবিনাবেন প্যাটেল।

৭) বক্সিংয়ে ৩টি স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছেন ৩ জন ভারতীয়। নিতু ঘাংঘাস, অমিত পঙ্গল, নিখাত জারিন।

৮) ট্রিপল জাম্পিং বিভাগে দেশের হয়ে আরও একটি সোনা জিতেছেন এলদোহ্যস পাল।

৯) ব্যাডমিন্টন বিভাগে সিঙ্গলসে ২ টি সোনা জিতে নিয়েছেন পি ভি সিন্ধু ও লক্ষ্য সেন।

১০) টেবিল টেনিস মিক্সড ডাবলসে ভারত ১টি সোনা জিতেছে। শরথ কমল ও সুজা আকুলা।

১১) টেবিল টেনিস বিভাগে দেশকে একটি সোনা উপহার দিয়েছেন ভারতের শরথ কমল।

১২) ব্যাডমিন্টনে পুরুষদের ডাবলসে বিভাগে ১টি সোনা জিতে নিয়েছেন সাত্বিক সাইরাজ রেনকিররেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি।

এই গেমসে ১৬টি রুপোর পদক জিতেছে ভারত

১) লং জাম্প বিভাগে ১টি রুপোর পদক জিতেছেন ভারতের মুরালি শ্রীশংকর।

২) ভারোত্তোলনেও ভারতের ঘরে এসেছে ৩টি সোনা। রুপো জিতেছেন বিকাশ ঠাকুর, সংকেত সারগার, বিদ্যারানি দেবী সরোখাইবাম।

৩) ব্যাডমিন্টন মিশ্রদল ভারতের ঝুলিতে এনে দিয়েছে আরও একটি রুপোর পদক। এই দলে ছিলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত, গায়ত্রী গোপীচাঁদ, সাত্বিক সাইরাজ রেনকিরেড্ডি, তৃষা জলি, সুমিত রেড্ডি, আকর্শি কাশ্যপ, লক্ষ্য সেন, অশ্বিনী পুনাপ্পা, চিরাগ শেট্টি, পিভি সিন্ধু।

৪) জুডো খেলায় এসেছে ২টি রুপো। তুলিকা মান ও সুশীলা দেবী লিকমাবাম।

৫) কুস্তিতে ১টি রুপোর পদক জিতেছেন অংশু মালিক।

৬)১০, ০০০মিটার রেস ওয়াকে ১টি রুপোর পদক

ছিনিয়ে নিয়েছেন প্রিয়ঙ্কা গোস্বামী।

৭) ৩০০০মিটারের স্টিপল চেজ বিভাগে দেশকে ১টি রুপো দিয়েছেন অবিনাশ সাবলে।

৮) পুরুষদের লন বল বিভাগে ভারতের নামের সাথে যুক্ত হয়েছে আরও একটি রুপো। এই দলের সদস্যরা- সুনীল বাহাদুর, নবনীত সিং, চন্দন সিং ও দীনেশ কুমার।

৯) ট্রিপল জাম্প প্রতিযোগিতায় ১টি রুপো ঘরে এনেছেন আবদুল্লাহ আবুবক্কর।

১০) টেবিল টেনিসের ডাবলসে একটি রুপোর পদক জিতেছেন শরথ কমল ও জি শায়াথিয়ান।

১১) বক্সিং বিভাগে রুপো পেয়েছেন সাগর আহালাওয়াত।

১২) প্রথমবার অংশ নিয়েই মহিলাদের ক্রিকেট দল পেয়েছে রুপো। এই দলের ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর।

১৩) পুরুষদের ভারতীয় হকি দলও রুপো জিতেছে। এই হকি দলের ক্যাপ্টেন মনপ্রিত সিং।

২৩টি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে প্রতিযোগীরা।।

১) ভারোত্তোলনে এবার ভারতের সাফল্য সেরার সেরা। সোনা আর রুপোর পর এই বিভাগে মোট ৪টি ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত। গুরুরাজা পূজারী, হারজিন্ডার কৌর, লাভপ্রিত সিং ও গুরুদীপ সিং।

২) জুডো বিভাগে দেশকে একটি ব্রোঞ্জ এনে দিয়েছেন বিজয় কুমার যাদব।

৩) স্কোয়াশ বিভাগে আরও একটি ব্রোঞ্জ ঘরে এনেছেন বাংলার সৌরভ ঘোষাল।

৪) কুস্তি বিভাগেও ভারতের সাফল্য এবার বিরাট। মোট ৫টি ব্রোঞ্জ যুক্ত হয়েছে ভারতের নামের পাশে । দিব্যা কাকরন, মোহিত আগরওয়াল, পূজা গেইলোট, পূজা সিহাগ ও দীপক নেহারা।

৫) হাই জাম্প বিভাগে দেশের হয়ে ১টি ব্রোঞ্জ জিতে চমকে দিয়েছেন তেজস্বিনী শংকর।

৬) বক্সিং বিভাগে ভারতীয়রা জিতেছেন ২টি ব্রোঞ্জ পদক। মোহাম্মদ হুসমুদ্দিন ও রোহিত টকাস।

৭) টেবিল টেনিস সিঙ্গেলসে ভারতের মুকুটে যুক্ত হয়েছে ২টি ব্রোঞ্জের পদক। সনালবেন পাটেল ও সাথিয়ান জ্ঞানশেখরণ।

৮) সন্দীপ কুমার ১০০০০মিটার ওয়াকিং বিভাগে দেশের হয়ে একটি ব্রোঞ্জ জিতেছেন ।

৯) ভারতীয় মহিলা হকি দল টোকিও অলিম্পিকে অল্পের জন্য পদক ছুঁতে ব্যর্থ হলেও এবার কমনওয়েলথ গেমসে একটি ব্রোঞ্জ জিতেছে। এই দলের ক্যাপ্টেন সবিতা পুনিয়া।

১০) স্কোয়াশ বিভাগের মিক্সড ডবলসে দেশের হয়ে আরও একটি ব্রোঞ্জ জিতেছেন সৌরভ ঘোষাল ও দীপিকা পাল্লিকল জুটি।

১১) মহিলাদের জ্যাভলিন থ্রোতে ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন ভারতের অন্নু রানি॥

১২) ব্যাডমিন্টন খেলার মহিলাদের ডবলস বিভাগে ১টি ব্রোঞ্জ দেশে এনেছেন গায়ত্রী গোপীচাঁদ ও তৃষা জলি।

১৩) ব্যাডমিন্টনে কিদাম্বি শ্রীকান্ত দেশের হয়ে আরও একটি ব্রোঞ্জ জিতে দেশকে চতুর্থ স্থানে আসতে সাহায্য করেছেন। এবার নতুন নতুন বিভাগে সাফল্য এলেও সাঁতার, ট্রায়াথেলন, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স থেকে কোনো পদক আসেনি। যেমন মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ে সহজেই সেমিফাইনাল পর্যন্ত জায়গা করে নিয়েছিলেন তারকা দৌড়বীদ হিমা দাস। কিন্তু অকল্পনীয় ভাবে মাত্র ০.০১ সেকেন্ডে পিছিয়ে পড়ে ফাইনালে জায়গা করতে ব্যর্থ হন হিমা। আবার ভারোত্তোলনে পূর্ণিমা পাণ্ডে মহিলাদের ৮৭ কেজি বিভাগে ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেন। মনিকা বাত্রা একেবারেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। তারকা মহিলা প্যাডলার মনিকা বাত্রা। তাঁকে পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার ধরা হলেও একেবারেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। মহিলা দলে, সিঙ্গলসে এবং মিক্সড ডবলসে পরাজিত হন মণিকা। ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমসে ভারতকে চারটি পদক এনে দিয়েছিলেন মণিকা। শিবা থাপাকে নিয়ে অন্যতম আশা ছিল শিবা থাপার ওপর। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ৬৩.৫ কেজি বিভাগে স্কটল্যান্ডের রেসি লিচের কাছে হেরে বিদায় নেন তিনি। লভলিনা বরগোহাঁইও ব্যর্থ। কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ শুরুর আগে থেকেই একাধিক বার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন লভলিনা। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন তাঁর প্রশিক্ষককে গেমস ভিলেজে ঢুকতে না দেওয়ার কারণে। এর পরই তাঁর প্রশিক্ষককে গেমস ভিলেজে প্রবেশ করার ছাড়পত্র জোগাড় করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে কমনওয়েলথ গেমস ২০২২-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাঝ পথে বেড়িয়ে আসেন লভলিনা এবং গাড়ির জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও গাড়ি না পাওয়ায় প্রায় এক ঘন্টার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকে গেমস ভিলেজে পৌঁছন তিনি। অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী অসমের এই কন্যা মহিলা বক্সিং-এর লাইট মিডলওয়েট বিভাগে ওয়েলসের রসি একলেসের কাছে হেরে ছিটকে যান। ব্যর্থতা থাকবেই। তার মাঝেই ক্রীড়াবিদরা যেভাবে নতুন নতুন ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারত যে সাফল্য এনেছে তাতে তাই বলা যেতে পারে, এবারের বার্মিংহ্যাম গেমস ভারতকে একটা নতুন দিশা দেখাচ্ছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com